ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 September 2021 ■ আগরতলা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২৪ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরে সিপিএমের পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল (বাঁয়ে) এবং এদিন সন্ধ্যায় শহর আগরতলায় বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে মশাল মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যজুড়ে সন্ত্রস্ত মানুষ, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যের ডাক

বিজেপি-সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, সমস্যা বেড়েই চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের আরও প্রায় দেড় বছর বাকি। এরই মধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের সর্বত্রই শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজা চলছে। সাথে রাজনৈতিক হিংসার আগুনও ছড়িয়েছে দিকে দিকে। গত কদিন ধরে রাজধানী আগরতলা শহর থেকে শুরু করে মহকুমা শহরগুলিতে সিপিএম ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কোথাও পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ, কোথাও রাজনীতিকদের বাড়ি ঘরে হামলা ভাঙচুর। এক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্যেই।

শাসক দল বিজেপির অভিযোগ নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে কমিউনিস্টরা। অন্যদিকে সিপিএমের অভিযোগ মানুষের জীবনের যন্ত্রণা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে শাসক দলের উপর আস্থা হারিয়ে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। গোটা রাজ্যে এক নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে শাসক দল বিজেপি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের মিছিলে সামিল হতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। সিপিএমের অভিযোগ গত সাড়ে তিন বছরে গোটা রাজ্যের মানুষ এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এর থেকে মুক্তির জন্য মানুষ প্রতিবাদী হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছেন। আর সেটাই সহ্য করতে না পেরে হামলা হুজ্জুতি চালাচ্ছে শাসক দলের দুস্কৃতিরা।

বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের প্ররোচনাতেই গত ছয় সেপ্টেম্বর ধনপুরে অশান্তির আগুন জ্বালানো হয়। সেই থেকে রাজ্যের সর্বত্রই অশান্তি বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। রাজ্যের শান্তি সম্প্রতি বিনস্ট করা হচ্ছে। কিন্তু, শাসক দল বিজেপি এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ধনপুরে একটি সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহার করে মানিক সরকার রাজ্যের সৌভ্রাতৃত্বের যে মেলবন্ধন রয়েছে তাতে আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সিপিএমের অভিযোগ রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। নিজেদের অপশাসনের ও ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি হিংসার রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। বিরোধী দলগুলির আওয়াজ স্তব্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের নামে রাজপথে গুন্ডামি করছে। বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধী দল সিপিএমের নেতা কর্মীদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। সাংগঠনিক কর্মসূচিকে প্রতিহত করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলগুলির এই হিংসাত্মক কার্যকলাপে গোটা রাজ্যের মধ্যে এক অস্থির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে মন্তব্য করা হচ্ছে। একদিকে কোভিডের কারণে রাজ্যের মানুষের জীবনযাপনে ছন্দ পতন ঘটেছে গত দুই বছর যাবৎ। তার উপর রাজনৈতিক দলগুলির এই হিংসা- হানাহানি জনগণকে আরও বেশী বিচলিত করেছে। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক হিংসার খবর মিলছে। বিজেপি-সিপিএমে পাল্টা অভিযোগ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যে রাজনৈতিক হিংসার চরম রূপ দেখা যাচ্ছে সে বিষয়ে এখনই আশঙ্কা করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এটাই সাধারণ মানুষের চাহিদা। এভাবে যদি হিংসার রাজনীতি চলতে থাকে তাহলে কোভিডের পরিস্থিতিতে যেখানে এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা পিছিয়ে আছে সেখানে এই ধরনের রাজনৈতিক হিংসা রাজ্যটাকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যাবে। তাই হিংসার রাজনীতি বন্ধ করে মানুষের মধ্যে ভয়ের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির সংযত হতে হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

বিজেপির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মানুষ রাস্তায় নামছেন ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। গত কদিন ধরে রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করেছে সিপিএম। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা। বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর থেকে শুরু করে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবীত্র কর, প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস সহ দলের প্রবীণ নেতৃত্বরা।

দুপুরে কঠোর পুলিশ প্রহরার মধ্য দিয়ে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। যদিও এই মিছিলকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের বিরুদ্ধে মিথ্যা ইস্যু তৈরীর অভিযোগ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শাসক দল বিজেপি সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা হুজ্জুতি চালানোর অভিযোগ তুলছে সিপিএম।

বৃহস্পতিবার বিজেপি-র প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মশাল মিছিল শুরুর আগে বিজেপি যুব মোর্চার সহ- সভাপতি ভিকি প্রসাদ বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে সিপিএম। তাদের জমানত জব্দ হয়েছে। সেই জায়াগায় দাড়িয়ে রাজ্যের মধ্যে ইস্যু তৈরি করতে এবং শান্ত ত্রিপুরাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পত্রিকা অফিসে হামলার তদন্ত ভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে ন্যস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় সংবাদপত্র অফিসে হামলার ঘটনায় তদন্তভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কারণ, পশ্চিম আগরতলা থানার ওসির বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে পত্রিকার মালিক-সম্পাদকের। আজ ত্রিপুরা পুলিশের আইজি আইন-শৃঙ্খলা অরিন্দম নাথ সাংবাদিক ও সম্পাদকদের প্রতিনিধি দলকে এ-কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বুধবার আগরতলায় মেলারমাঠে প্রতিবাদী কলম এবং ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা অফিসে দুস্কৃতিকারীরা হামলা করেছে। জিনিসপত্র ভাংচুরের পাশাপাশি দুর্বৃত্তরা গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সাংবাদিক ও সম্পাদকরা পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং পুলিশের আইজি আইন-শৃঙ্খলা অরিন্দম নাথের দোষীর গ্রেফতার দাবি রেখেছেন।

আজ পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে আই জি আইন-শৃঙ্খলার সাথে সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে তিনটি পিস্তল সহ ধৃত যুবক জেরা করে বদরপুরে গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর।। দুরপাল্লার ট্রেনে সফররত এক যুবককে তিনটি পিস্তল সহ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশ জয়মনি চাকমাকে গ্রেফতার করেছে। আজ তাকে রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

ধৃত জয়মণির জবানবন্দির ভিত্তিতে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর থেকে জনৈক মহিলাকে গ্রেফতার করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ। ধৃত মহিলা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নতুন বাজারের বাসিন্দা শৈলরানি চাকমা বলে জানিয়েছেন এসডিপিও আইপিএস কান্তা জাংগির।

ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেওঘর এক্সপ্রেসে এক যুবক অস্ত্র নিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকছে, এমনই খবর এসেছিল। ওই খবরের ভিত্তিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ রেল স্টেশনে ছুটে যান। বুধবার রাত তিনটা নাগাদ ওই ট্রেন স্টেশনে ঢুকতেই তাতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ধলাই জেলায় রইস্যাবাড়ি বিরাধন পাড়ার বাসিন্দা জয়মনি চাকমাকে আটক করে। তার কাছ থেকে তিনটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।

তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ধর্মনগর থানার লক আপে রেখেছে। সেখানেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে পুলিশ সুত্রে দাবি। এদিকে, যুবকের কাছ থেকে পিস্তল উদ্ধারের ঘটনা ভীষণ রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। এরই মধ্যে পিস্তল উদ্ধার গভীর চিন্তায় ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনকে।

পানিসাগরে দূর্ঘটনায় নিহত দুই, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। বাইক ও এসএমএল গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত দুই আহত এক ।নিহত দুই যুবক সন্তোষ চাকমা (১৯) এবং বেতাব চাকমা (২০)। উভয়ের বাড়ি ডেফাছড়া (নবীনছড়া) এলাকায়। অপর আহত যুবক সঞ্জয় চাকমা (২০) আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা পানিসাগরের ডলুবাড়ি এলাকার ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে ।পানিসাগর থানার পুলিশ একটি পথ দূর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। সাথে দূর্ঘটনা গ্রস্ত এস এম এল মিনি ট্রাক ও বাইক থানার হেফাজতে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,বুধবার রাত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদ মাধ্যম অফিসে হামলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। গতকাল আট সেপ্টেম্বর সংবাদ মাধ্যম অফিসে হামলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। এই ঘটনা দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। ঘটনার প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগরতলায় বুধবার একাধিক সংবাদ মাধ্যমের অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদেরও বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল দফতর, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু পঠন-পাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় করোনা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। ফলে, দীর্ঘ ১৮ মাস বাড়িতে কাটানোর পর এখন কচিকাঁচারাও বিদ্যালয়ে যাবে। ত্রিপুরা সরকার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা দফতর আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম ও পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি পত্রের অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ফলে, এখন শুধুই নার্সারী শাখা বাদে বিদ্যালয়ে সমস্ত শ্রেণীতে পঠন-পাঠন শুরু যাচ্ছে। কারণ, গত ২৫ আগস্ট থেকে বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর পঠন-পাঠন শুরু হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে হওয়ায় রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গত ২৫ আগস্ট থেকে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে পঠন-পাঠনে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব হলে দুই ধাপে ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ জারি হয়েছিল। এদিকে গত ২৫ আগস্ট থেকে সমস্ত মহাবিদ্যালয়গুলিতেও পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল। কিন্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রছাত্রী দীর্ঘ ১৮ মাস বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি।

মূলত, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ভীষণ ব্যাঘাত ঘটছে, তাই রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন চালু করেছিল বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। এক্ষেত্রে কোভিড বিধি অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েই চলছে পঠন-পাঠন। টিটিএএডিসি সহ রাজ্যের সরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী ও মাদ্রাসার জন্য ওই আদেশ প্রযোজ্য হয়েছে। এখন, বুনিয়াদী স্তরেও বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে।

আজ বুনিয়াদী শিক্ষা দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩২০ ◘ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৪ ভাদ্র ◘ শুক্রবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভারতের র‍্যাঙ্ক

ওলিম্পিকস যেখানে শেষ হইয়াছে, বস্তুত সেখান থেকেই শুরু হইয়াছে ভারতের প্যারালিম্পিকস যাত্রা। 'টোকিও ওলিম্পিকস ২০২০' ভারত শেষ করেছে ৪৮ র‍্যাঙ্ক নিয়া, অর্থাৎ টপ ফিফটিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে নিজেকে, যাহা চার দশকের মধ্যে সেরা। গোল্ড মেডেল সংখ্যা দিয়া পজিশন নির্ধারিত হয়, তাহখ না-হইলে ভারতের র‍্যাঙ্ক এবার ৩৩ হইতে পারিত। বৃহত্তম ক্রীড়ার আসরে ভারতের এতটা উঁচু মাথা, এমন উজ্জ্বল মুখ আমরা দেখিনি। পিছাইতে পিছাইতে এমন দশা হইয়াছে যে কঠিন দেওয়ালটাই শুধু নজরে পড়ে আমাদের, এমন আশা কষ্টকল্পনাই ছিল। সেটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল। স্বভাবতই খুব খুশি ভারতবাসী।ভিন্নভাবে সক্ষম যুবসমাজ দেখাইয়া দিল, সাধারণ যুবসমাজের থেকে তাহারা কোনও অংশেই কম নয়, বরং ছাপাইয়াও যাইতে জানে। ভারত ১৩ দিনের আসর শেষ করিয়াছে ২৪তম পজিশনে। সংগ্রহে ৫টি সোনা, ৮টি রুপো, ৬টি ব্রোঞ্জ মিলাইয়া মোট ১৯টি মেডেল। প্যারালিম্পিকসে ভারতের যাত্রা শুরু ১৯৬৮-তে। তেল আভিভে অনুষ্ঠিত আসরে দশজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াও শূন্য হাতে ফিরীতে হইয়াছিল ভারতকে। শূন্যতার তাৎক্ষণিক ব্যথাকে যদি বড় করিয়া না দেখি, তবে মানিতে হইবে যে সেবারই যথার্থ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল ভারতের প্যারা-অ্যাথলিটদের। চারবছর বাদে, ১৯৭২ হাইডেলবার্গ প্যারালিম্পিকসে ভারত প্রথম একটি পদক পায়। সাঁতারু মুরলিকান্ত পেটকর বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন-সহ স্বর্ণ পদক ছিনাইয়া আনেন। ভারতের র‍্যাঙ্ক হয় ২৪।

১৯৭৬ এবং ১৯৮০ বাদে প্যারালিম্পিকসের বাকি সব আসরেই খেলিয়াছে ভারত। ১৯৮৪-তে ৪টি পদক জয় করে। অবশ্য ইন্টারন্যাশনাল ওলিম্পিকস কমিটির (আইওসি) অনুমোদন 'প্যারালিম্পিকস' পায় আরও চারবছর বাদে। আইওসি অনুমোদিত আসরে চুরাশির পারফর্ম্যান্সেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া ভারত ২০১৬-য়, রিওতে। সব ছাপাইয়া গিয়াছে এবারের কৃতিত্ব। র‍্যাঙ্ক ১৯৭২-এর সমান হইলেও দুটি কৃতিত্বের মধ্যে গুণগত পার্থক্য না মানিয়া উপায় নাই। এবার প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ১৬২ এবং ২২ ধরনের ক্রীড়ার ৫৩৯টি ইভেন্টে মোট প্রতিযোগী ৪,৪০৩ জন। সেখানে ১৯৭২-এ মাত্র ৪২টি দেশের হাজার খানেক প্রতিযোগী ছিলেন। ভারত সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিযোগী পাঠাঈতে পারিয়াছে এবারই৫৪ জন (পুরুষ ৪০ ও মহিলা ১৪)।

২৮ আগস্ট প্রথম স্বর্ণ পদকের আশা জাগান ভাবিনাবেন প্যাটেল। টেবল টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলসে চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া ফাইনালে ওঠেন ভারতকন্যা। ২৯ আগস্ট চীনেরই অপর প্রতিযোগী ঝৌ ইং-এর কাছে পরাজিত হন ভাবিনা। সোনা হাতছাড়া হইলেও রৌপ্য পদক জয়ের মধ্য দিয়া ভাবিনা দেশের জন্য একটি রেকর্ড গড়েন। টেবল টেনিসে তাঁহারই গলায় ঝুলিল প্রথম প্যারালিম্পিকস পদক। রিও-তে ব্যর্থ হন ভাবিনা। এবার দেখাইয়া দিলেন নিজের ক্ষত নিজেই কীভাবে পূরণ করিতে হয়। রিও-তে ভারতীয় কন্যা হিসেবে পদক (সিলভার) জেতেন দীপা মালিক। দীপাই আজ ভারতের প্যারালিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট। ভাবিনার পদকজয়ের সময় তাঁহার পাশেই ছিলেন দীপা। উত্তরসূরিকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রশংসায় ভাসাইয়া দেন পূর্বসূরি। একই দিনে পুরুষদের হাইজাম্পে রৌপ্য পদক ছিনাইয়া নেন একুশ বর্ষীয় নিশাদ কুমার। তবে এদিন ডিসকাস থ্রো-তে এশিয়ান রেকর্ড গড়িয়াও পদক (ব্রোঞ্জ) হাতে পাননি ভারতের বিনোদ কুমার। না-হইলে এদিনই ভারতের ভাণ্ডারে জমা হইত তৃতীয় পদক।

তাহাদের প্রত্যেকের উত্থানের কাহিনি চমকপ্রদ, রূপকথাকেও হার মানায়কোনও সন্দেহ নাই, তাহা সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকেও নতুন করে বাঁচিবার, মাথা তুলিবার স্বপ্ন দেখাইবে। যেমনভাবিনার পোলিও ধরা পড়ে ১২ মাস বয়সে। হার মানিতে না-জানা মেয়েটি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার পাশাপাশি হাতে তুলিয়া নিয়াছিলেন টেবল টেনিস ব্যাট! তারপর নাগাড়ে প্রাকটিস চালাইয়া গিয়াছেন। ক্রাচ নিয়া প্রাকটিসে যাইতেন। হুইল চেয়ারে ভারসাম্য রাখিয়খ খেলিয়াছেন প্যারালিম্পিকস পদকের দিকে চোখ রাখিয়া। ক্লাস ফোর ক্যাটিগরিতে হুইল চেয়ারে বসিয়াই স্বপ্নকে হাত দিয়া ছুঁইলেন এবার ভাবিনা। নিশাদের প্রথম লড়াইটা ছিল দারিদ্রের সঙ্গে। গ্রাম থেকে দূরে দূরে যাইতে হইয়াছে জনমজুরের কাজে। তাহারই মাঝে খড়-বিচালি কাটার মেশিনে ডানহাত বিসর্জন যায় একদিন নিশাদের। কিন্তু তাহার জন্য হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে বসেননি। প্রাথমিক ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়া চুটাইয়া খেলাধুলো করিয়াছেন। নিশাদকে অ্যাথলেটিকসে নিয়া আসেন তাঁহার স্কুলের কোচ।

তাঁহার শুরুটা ছিল দৌড়ে। তারপর কোচই তাঁহাকে হাইজাম্পে নিয়া আসেন। গত বছর দুবাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিকস গ্রাঁপ্রি-তে গোল্ড মেডেল জিতিয়াছে। তাঁহার সামনে উজ্জ্বল হতে থাকে প্যারালিম্পিকসে পদক জয়ের স্বপ্ন। কিন্তু প্রস্তুতিতেই জোর ধাক্কা খান। বেঙ্গালুরু সাইতে ট্রেনিং চলাকালে করোনা সংক্রামিত হন। যা-ই হোক, সেই ধাক্কা কাটাইয়াই নিশাদ প্রমাণ করিলেন নিষ্ঠা শ্রম দিয়াই স্বপ্নের দরজা হাত দিয়া খুলিয়া ফেলা সম্ভব।

ভাবিনা এবং নিশাদেরএকদিনে দুই পদক ভারতবাসীকে আরও স্বপ্ন দেখাইল। আমরা ভাবতে থাকিলাম, আহা, ওলিম্পিকসের সাফল্য (সাত পদক) যদি ছুঁইয়া ফেলা যায়! ৩০ আগস্ট দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া জ্যাভলিন থ্রোতে রুপো জিতিলেন। তিনি হলেন দ্বিতীয় ভারতীয় অ্যাথলিট যাঁহির দখলে প্যারালিম্পিকসের তিন তিনটি পদক। ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়াটা উন্নয়নেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। আমেরিকা বা চীনের মতো নেতৃপদে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন থাকলে ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক আসরগুলিতেও, বিশেষ করে ওলিম্পিকসে, আমাদের উত্তরোত্তর সাফল্য পাইতেই হইবে।

ভারত থেকে ব্যবসা গোটাচ্ছে আমেরিকার গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফোর্ড মোটরস

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতে গাড়ি উৎপাদন বন্ধ আমেরিকার গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ফোর্ড মোটরস। বৃহস্পতিবার সংস্থার তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, গুজরাট এবং চেন্নাইয়ে দু'টি কারখানায় এ দিন থেকেই উৎপাদন বন্ধ করা হচ্ছে। এর আগে ২০১৭ সালে দেশে গাড়ির উৎপাদন বন্ধ করেছে আমেরিকার আরও এক সংস্থা জেনারেল মোটরস। সাম্প্রতিক কালে গাড়ি ব্যবসা অলাভজনক হয়ে ওঠায় একই সিদ্ধান্ত নিল ফোর্ডও। সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকের মধ্যে গুজরাটের কারখানা এবং আগামী অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যে চেন্নাইয়ের কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভারতে উৎপাদন বন্ধ হলেও গাড়ি রফতানি জারি থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।

প্রয়াত এমি পুরস্কার বিজয়ী হলিউড অভিনেতা মাইকেল কনস্টান্টাইন

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রয়াত হলেন এমি পুরস্কার বিজয়ী হলিউড অভিনেতা মাইকেল কনস্টান্টাইন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন মাইকেল। বিখ্যাত হলিউড ছবি 'মাই বিগ ফ্যাট গ্রিক ওয়েডিং'-এ অভিনয় করেছিলেন মাইকেল। বর্ষিয়ান অভিনেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর সহকর্মীরা।

টুইটে শোকপ্রকাশ করে মাইকেলের এক সময়ের সহকর্মী নিয়া ভার্দালোস লিখেছেন কনস্টানটাইনের সঙ্গে অভিনয় করাটা ছিল ভালোবাসা এবং মজার মিশেল। যিনি এত হাসি আর মজা সকলকে উপহার দিয়েছেন তিনি এখন বিশ্রামেরই দাবিদার। কনস্টান্টাইন ছিলেন হলিউডের প্রায় সকলেরই অন্যতম প্রিয় অভিনেতা। 'হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট' সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। 'রুম ২২২' এ কাজের জন্য এমি বিজয়ী অভিনেতাও ছিলেন। তাঁর 'রুম ২২২' সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচকরা বলছেন, শো-টি অবিশ্বাস্যভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শো ছিল যা, সমকালের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল এই শো।

প্রাণান্তকর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

কৌশিক রায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার জন্য গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, নিরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই হয। আর এইসব পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক দ্রব্য, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তবুও মানবজাকির স্বার্তে অনেক বৈজ্ঞানিকই নিজেদের জীবন বাজি রেখে গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান। এর ফলে, তাঁদের অনেকরই প্রাণ গেছে। বিকলাঙ্গ ও হয়ে পড়েছেন অনেক বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়েও বর্তমান সমাজ কতটা এইসব বিজ্ঞানীকে মনে রাখে?

পদার্থবিদ্যাতে দুবার নেবালে পুরস্কার পান মারিয়া স্কলদোভস্কা। পোল্যান্ডের এই বিদুষী কন্যাটিকে বিজ্ঞান বিশ্ব চেনে মারী ক্যুরি নামে। রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম নামক দুটি শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্বখ্যাতা মারী ক্যুরি। শোকস্তব্ধ হয়ে যান ১৯৬০ সালে পথ দুর্ঘটনাতে তাঁর স্বামী তথা বিজ্ঞানসঙ্গী পিয়েওর ক্যুরির মৃত্যুতে। তারপর সবসয়েই নিভৃত গবেষাণাগারে তেস্ক্রিয় মৌল নিয়ে গবেষণা নিয়ে নিমগ্না থাকতেন মারী ক্যুরি। এর ফলে যা হওয়ার তাই হল। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ১৯৩৪ সালে দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে বাধ্য হলেন পারী মহানগরীর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা কৃতী ছাত্রী এবং বিজ্ঞান সাধিকা মারী ক্যুরি।

এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করার পর পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান জার্মানির ভিলভেলস কনরাড রোয়েন্টগেন। তারপর থেকেই মানবশরীরের ভিতরের কঙ্কাল এবং অন্ত্রকে সবার দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসা এই অজানা রশ্মিকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে য়ায। তবে এক্স-রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা, বিপদের করাল ছায়া ফেলতে থাকে অনেক বিজ্ঞানীরই ওপরে। এক্স-রে নিয়ে গবেষণা

করতে গিয়ে সর্বপ্রথম মৃত্যুটি ঘটে ১৯৪০ সালে।, প্রখ্যাত মার্কিন উদ্ভাবক এবং 'মেনলো পার্কের জাদুকর' নামে খ্যাত টমাস আলভা এডিসন-এর এক মহিলা সহকারী ক্ল্যারেন্স ম্যাডিসন ডেইলি এক্স রশ্মির বিষক্রিয়াতে মারা যান। ১৯০৫ সালে এক্স-রে-র ছোবলে পরীক্ষাগারেই দেহাবসান হয় ৪৬ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী প্রযুক্তিবিদ এলিজাবেথ ফ্লিয়েশমান অ্যাসকেম-এর। জামাইবাবুর গবেষণাগারে একনাগাড়ে ৭ বছর কোনও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা না নিয়েই এক্স-রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এলিজাবেথ। তিনি অবশ্য নিজের সরীরের ওপর রঞ্জনরশ্মি প্রবাহিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এই রশ্মি রোগীগের শরীরে কোনও ক্ষতি করবে না। ত্বকের ক্যান্সার বা মেলানোমাতে আক্রান্ত হন এলিজাবেথ। সংক্রোমিত একটি হাতকে কাঁধ থেকে বাদও দিতে হয়। রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষার সময় বুনসেন বার্নার নামক যন্ত্রটির খুবই প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র বা প্রদীপটি যিনি তৈরি করেন সেই জার্মান রসায়নবিদের নাম ছিল রোবার্ট ভিলহেলম বুনসেন। আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়াতে দু'বার প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন বনসেন। ১৯৪৩ সালে গবেষণাগারে 'ক্যাকোডিল সায়ানাইড' নামক রাসায়নিক যৌগের বিস্ফোরণে বুনসেনের ডান চোখটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তারপরই জৈব রসায়নের গবেষমা ছেড়ে স্কেকট্রোস্কোপি নিয়ে পড়াশোনাতে মন দেন ভিলহেলম বুনসেন।

'লাফিং গ্যাস' বা নাইট্রাস অক্সাইডের আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন ইংরেজ রসায়নিক স্যার হামফ্রি ডেভি। তবে বাল্যকালে অনেকগুলি দাহ্য গ্যাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রাণসংশয় হয়েছিল স্যার ডেভিরও। লাফিং গ্যাসে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে প্রায় বিকলাঙ্গ, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েন তিনি। এতেও রক্ষে নেই। ১৮১২ সালে পরীক্ষাগারের নাইট্রোজেন ক্লোরাইড যৌগের বিস্ফোরণে তাঁর চোখদুটো প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। নাইট্রোজেন ক্লোরাইডের বিস্ফোরণে চোখের সমূহ ক্ষতি হয় স্যার হামফ্রি ডেভির সুযোগ্য শিষ্য এবং 'জেনারেটর' -এর উদ্ভাবক মাইকেল ফ্যারাডের।

দূরবীন যন্ত্রটি তৈরি করে মহাকাশ দর্শনের একটি নতুন গিদন্ত খুলে দিয়েছিলেন ইতালিয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গালিলেই। শনিগ্রহের বলয়গুলি আবিষ্কারের কৃতিত্ব এবং 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে'---এই বৈপ্লবিক মতবাদের উপস্থাপক গ্যালিলিও দূরবীন নিয়ে সূর্যের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকার জন্য প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপরে পোপের আদেশে সীসাতে মোড়া কারাগৃহে থাকার জন্য শেষ জীবনে প্রায় অন্ধ হয়ে যান গ্যালিলিও। বেশ কয়েকটি রাসায়নিক মৌল ও যৌগিক পদার্থ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে সুইডেনের রসায়বিদ কার্ল ভিলহেলস শীলেকে। হাইড্রোজেন সায়ানাইড নামক বিষাক্ত যৌগটির স্বাদ নিতে যাওয়ার জন্য জীবন সংশয় হয়েছিল শীলের। শেষ পর্যন্ত পারদের বিষক্রিয়াতে মৃত্যু হয় এই সুইডিশ বিজ্ঞানীর।বিভিন্ন রংয়ের কাচকে জুড়ে দিয়ে 'ক্যালেইডোস্কাপ' যন্ত্রটি তৈরি করেন স্কটল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী স্যার ডেভিড ব্রেউস্টার। পরীক্ষাগারে রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করার সময় বিস্ফোরণে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেন ব্রেউস্টার। তবুও আলোকরশ্মির মেব.ঃক ব.েণব. (পোলারাইজেশন) ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা বিশ্বখ্যাত হয়েছে। আবার বেলুন চড়ে উড়তে গিয়ে প্রাণ হারান ফ্রন্সের পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রাঁসোয়া পিলাতে দে রোজিয়্যের এবং তাঁর সহকারী ডা. জঁ জেফ্রি। আসলে এঁরা চেয়েছিলেন জোসেফ আঁতোয়ান মঁগলফিয়্যের-এর আগেই বেলুনে আসীন হয়ে শূন্যে উড়তে। তবে ১৭৮৩ সালের ১৫ জুন, বেলুন চড়ে ওড়ার সময় জ্বালানি হিসেবে দুটি থলিতে যে দাহ্য হাইড্রোদেন গ্যাস ও গরম বাতাস, জঁ ফ্রাঁসোয়া রেখেছিলেন সেই থলিদুটি শূন্যে ফেটে যায়। এর ফলে ১৭০০ ফুট উচ্চতা থেকে জঁ ফ্রঁসোয়া র‍্যোজিয়্যের ও তাঁর সহকারী মাটিতে আছড়ে পড়ে মারা যান।

এভাবেই বিজ্ঞানের জয়গান গাইতে গিয়ে অকালমৃত্যু এবং বিকলাঙ্গতা ঘটেছে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর। তবে মেরি গডউইন শেলী-র অমর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসে একটি মৃতদেহকে জীবন্ত দানবে পরিণত করা বিজ্ঞান ড. ভিখটর ফ্লাস্কেনস্টাইন -ও এভাবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই দানবের সঙ্গে পড়তে গিয়ে।

আমার আশা করব রবার্ট ল্যুইস স্টিভেনসমের উপন্যাসের মতো ড. জেকিল-রূপী কোনও বৈজ্ঞানিক যেন গবেষণাগারে মি. হাইড নামক নরঘাতক, নৃশংস দানবের জন্ম না দেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা আবহে লকডাউন শৈশব

দীপক সাহা

দিনভর রাস্তার ধারের জানালার গ্রিল ধরে বিষণ্ণমুখে বসে থাকে ছোট্ট প্লাবন। আগে গোটা বাড়ি মাথায় করে রাখতে। এখন দুষ্টুমির ছিটেফোঁটাও নেই। অমন প্রাণোচ্ছাল ছেলে কেমন চুপটি করে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, মা স্কুল করে খুলবে? প্রতিবারই একই উততত্র জানি না বাবা। প্লাবন আবার উদাশ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

পৃথিবীজুড়ে এখন শুধু করোনার ভয়ঙ্কর চিত্র। পৃথিবীর অন্দরে কান পাতলে শোনা যায় মানুষের অসহায়তার আওয়াজ। চরম উৎকণ্ঠায় প্রতিটি মানুষ । সব থেকে বেশি বিপন্ন শৈশব। শিশুমনকে বদ্ধঘরে আটকে রাখা যায় না। ছুটে বেড়াতে চায়। লকডাউনে স্কুলে তালা। দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা বন্ধু। দীর্ঘদিন স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই। আনন্দ হুলোলড় হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য হুমকির মুখে। এই দমবদ্ধ পরিবেশে শিশুদের মনে এক অজানা ভয় বাসা বাঁধছে।

করোনা ও লকডাউনের কুপ্রভাব শিশুমনে কতটা গভীরে পৌঁছেছে, তা জানতে দেশের ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনলাইন সমীক্ষা চালিয়েছে 'চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ'। সমীক্ষা মতে, লকডাউনের এই পরিস্থিতিতে শিশুদের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেই। বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকার শিশুরা বিপন্ন। খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সবকিছুতেই প্রভাব পড়েছে শিশুদের উপরে। প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রেও। স্কুল বা টিউশনের পরিবেশে যে পড়াশোনা হত, বাড়িতে সেটা হয় না। সারাদিন বন্দি জায়গায় থাকতে থাকতে পড়াশোনার আগ্রহও ক্রমশই কমছে শিশু ও কম বয়সীদের মধ্যে। বাইরের খেলাধুলার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ থাকায় গল্প, আড্ডা বা সৃজনশীল কাজের থেকে টিভি বা ডিজিটাল মাধ্যমেই বেশি সময় কাটাচ্ছে বাচ্চারা।

তাহলে সত্যিই কি আমরা হেরে গেলাম? করোনা গ্রাস করে নিন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে? অবশ্যই না। এই দমবন্ধ পরিবেশে শিশুদের শরীরও মন সুস্থ রাখতে এ মুহূর্তে আমাদের বূমিকা হবে ইতিবাচক। মনোবিদ ব.নফেনবে.নাবেব. 'ইকোলজিক্যাল থিয়োরি অব মাইন্ড' জানাচ্ছে শিশুমনস্তত্ত্বের মানচিত্রের বিষয়। যেমন তার

বাবা-মা, বাড়িষ প্রিয় বন্ধুরা থাকে তার অনুভূতির একদম কেন্দ্রে। তার বাইরে থাকে তার স্কুল, টিচার, পাড়ার বন্ধু---যাকে বলা হচ্ছে 'মাইক্রোসিস্টেম'। তার বাইরের জগৎ হল বহির্জগৎ বা 'ম্যাক্রোসিস্টেম'। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আমার কয়েকটি বিনীত অনুরোধ।

শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে বন্দর মতো। লকডাউনে চার দেওয়ালের মধ্যে থাকার যৌক্তিকতা কী সেটা তাদের সহজবাবে বোঝাতে হবে। পাশাপাশি, নজর দিতে হবে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও। লকডাউনের দিনগুলোর শিশুর তার পরিবারের সান্নিধ্যে থাকার সুবর্ণ সুযোগ শিশুমনের বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে এই সময় তাদের মধ্যে সৃজনশীল অভ্যাস গড়ে তুলুন। মনীষীদের জীবনী, ছবি আঁকা, গান শেখা, আবৃত্তি, গল্প লেখা, ওরিগামি, অভিনয় ইত্যাদি তার মনের ভেতরের

সময়ে। অ্যালবাম। দেখান বা ছেলেবেলার গল্প শোনান, তাতে আপনার পুরনো স্মৃতি জাগতির হবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চাও আনন্দ পাবে। একসঙ্গে নতুন খাবার বানান, কিছু হাতের কাজ করুন। পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের পরিচয় করান। দেখবেন তাদের

সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারে এই মানসকিতার কতটা পরিবর্তন ঘঠেছে আপনার সঙ্গেও তার বন্ধনটা আরও দৃঢ় করে দেবে। এই আতঙ্কের সময় একটু ভয়ের পাল্লা সরিয়ে বাড়ির পরিবেশ তৈরি করুন হাসিমুখে খোলামেলা। আজকের প্রজন্ম দিদা, দাদু, ঠাকুমার সান্নিধ্য পায় না। তাই তার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের নাম শোনেনি। লালকমল নীলকমের কথা তাদের অজানা ঠুকুমার ঝুলি কী জানে না। সারাদিন পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে ইঁদুর দৌড়। লকডাউনে দুই প্রজন্মের কাছাকাছি আসার সুর্বণ সুযোগ। শিশুরা হয়ে উঠবে বয়স্ক মানুষের একাকিত্ব ও অবসাদ কাটানোর প্রতিরোধ। আর কিশোরমনের ক্ষেত্রে বয়স্ক প্রজন্মের সঙ্গ হয়ে উঠবে প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিরক্ষা বলয়। বয়ঃসন্ধিতে অনেক কথা বাবা-মা'কে বলতে না পারার কারণে বর্তমানে অনেকসময় প্রয়োজন পড়ে কাউন্সেলিংয়ের

আথচ এই কাজটি বছরের পর বছর করে আসছিলেন আমাদের ঠাকুমা, দিদিমারা। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পরিবেশে একটি সম্ভাবনাময় পথ খুলে দিয়েছে প্রযুক্তি। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে খানিকক্ষণের জন্য ভিডিও কল করে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারে কচিকাঁচারা। ইতিমধ্যেই অনেক স্কুল অনলাইন ও অ্যাপের মাধ্যমে তাদের পাঠদান শুরু করে দিয়েছে। লকডাউনে খোলা জায়গায় দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা বন্ধ। কিন্তু এই সময়ে যোগব্যায়ামের অভ্যাসকে নতুন করে দেখা যেতে পারে। চলতে পারে দাবা, ক্যারাম, স্কিপিং, ছোঁয়াছুয়ি খেলা ইত্যাদি। ছাদে বা বাগানে বাচ্চাকে নিয়ে গাছের পরিচর্যা করুন। শিশুর পাশাপাশি বড়রাও আবার শিশু হয়ে উঠতে পারেন। এতক্ষণ বলা হয়নি আম্ফান বিধবস্ত পরিবার, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার বা গ্রামের দিনমজুর অথবা বস্তির ছেলেমেয়েদের কথা। এই সমস্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের রোজকার জীবনের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল স্কুলে যাওয়া। অনেক অবজ্ঞা সূরে 'মিড ডে মিল' তকমা লেপটে দেন। এই লকডাউন এই সমস্ত হতভাগা পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা? সব হারানো এই ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিবাচক দিক হল নিজের শিকড়কে চেনা। তারা এই সময়ে জানতে পারে তাদের পারিবারিক সংস্কৃতির কথা, নিজেরে অঞ্চলের কথা। তাদের বাবা-মায়েরা প্রতিনিয়ত যে জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে একরকমের সংযোগও গড়ে উঠতে পারে এই সময়ে। এই কাজে সহযোগিতা করতে পারনে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরা এবং এমনকি শিক্ষিত গ্রামবাসীরা।

ছোটরা---তারা যে সমাজের অংশেরই হোক না কেন তারাই দেশের ভবিষ্যৎ । তাদের কথ াসচেতনভাবে ভাবতেই হবে। ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির স্বাস্থ্যকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে এবং দমবদ্ধ জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে লকডাউন ধারে ধাপে সিথিল করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গণে কচিকাঁচাদের আনা কতটা নিরাপদ হবে, সে বিষয়ে যতেষ্ঠ ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে। কারণ করোনা তারবিষাক্ত নখদাঁত বের করে করে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গতকারণেই সোস্যাল মিডিয়ায় ইতিধ্যে আগামী প্রজন্মের জীবনের ঝুঁকি কোনওভাবেই নেওয়া যাবে না। দেশের অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে হবে ইতিবাচক। আমরা আশাবাদী অচিরেই অস্কার ওয়াইল্ডের 'স্বার্থপর দৈত্য' গল্পের মতো করোনা ও ভালো হয়ে যাবে। আবার স্কুল প্রাঙ্গণ, খেলার মাঠ, পার্ক কচিকাচাঁদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। প্লাবনও শুরু করবে দুষ্টুমি। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আমেরিকায় স্কুল খোলার পর থেকেই করোনায় আক্রান্ত বহু শিশু

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আমেরিকায় স্কুল খোলার পর থেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বহু শিশু। শুধু সংখ্যা বাড়াই নয়, ডেল্টায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিশু বিশেষজ্ঞরা। জানা গিয়েছে, দেশে ব্যাপকহারে শিশুরা এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে আরও ভয়ংকর হতে চলেছে আমেরিকার করোনা পরিস্থিতি। আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস ও চিলড্রেনস হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রেকর্ড অনুসারে, শুধুমাত্র সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ২ লক্ষ ৫২ হাজার শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। যদি প্রতিদিনের রেকর্ড দেখা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় প্রতিদিনই শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমনকি করোনার কোপে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও উল্লেখজগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সংক্রমণের হার কিছুটা কমে যাওয়ার পরেই স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন সরকার। এমনকি ছোট শিশুরাও নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত শুরু করে। যদিও অন্যান্য দেশের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভ্যাক্সিনেশনের কাজ চলছে জোর কদমে। কিন্তু শিশুদের ভ্যাক্সিনেশন এখনিও পর্যন্ত গবেষণার পর্যায়েই রয়েছে। এরমধ্যে শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণ চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল খোলাই কাল হয়েছে, এমনটাই মনে করছেন করোনা বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে, শিশুদের মধ্যে করোনা আক্রান্তের প্রবণতা কয়েকগুণ বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /

কামারহাটিতে বেড়ে চলেছে ডায়ারিয়া আক্রান্তের সংখ্যা, রোগীদের সঙ্গে কথা বললেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা

কামারহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ডায়ারিয়া আক্রান্তের সংখ্যা। শুক্রবারও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। জলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখনও সেই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসেনি। তবে, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বীকার করে নিয়েছেন যে জল থেকেই ডায়ারিয়া ছড়াচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এলাকার একাধিক বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে সেই হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা। এলাকা ঘুরেও দেখেন তাঁরা। জল থেকে ডায়ারিয়া ছড়াচ্ছে বলে আগেই সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা অবধি সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছিল না। তবে এদিন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন জল থেকেই জীবাণু ছড়াচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস রায়, সাফ জানিয়েছেন জল থেকেই রোগ ছড়াচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বেশিরভাগ শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন সকাল থেকেও সাগর দত্ত হাসপাতালে অন্তত ২০ জন আসেন ডায়ারিয়ার উপসর্গ নিয়ে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বেশির ভাগেরই পেটে ব্যাথা, বমির মত উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন গিলানি ঘনিষ্ঠ মাসরত আলম

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত কনফারেন্সের গিলানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন মাসরত আলম বাট। এক সময়ে জঙ্গি সংগঠনের নেতা ছিলেন মাসরত। আপাতত তাঁর ঠিকানা দিল্লির তিহাড় জেল। সেই মাসরতকেই অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্সের শীর্ষ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়াত সৈয়দ আলি শাহ গিলানির সহযোগী মাসরতের ওই শীর্ষ পদে নির্বাচনকে পাকিস্তানি কৌশল হিসেবেই দেখছেন গোয়েন্দারা। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, মাসরত ১৯৯৬ সালে জঙ্গি সংগঠন ছেড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিতে যোগ দেন। পরে গ্রেফতার হন তিনি। জেল থেকে বেরোনোর পরে যোগ দেন বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লিগে। পরে সেই সংগঠনের প্রধান হন। ২০০৩ সালে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নে হুরিয়ত ভাগ হয়ে যায়। তখন মাসরত গিলানির গোষ্ঠীতে যোগ দেন।এক পুলিশ কর্তার কথায়, "২০০৮ ও ২০১০ সালে বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন মাসরত। বস্তুত গিলানি হরতাল বন্ধ করতে চাইলেও মাসরত রাজি হননি। গিলানির মৃত্যুর পরে হুরিয়ত সদস্যেরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্থির হয় মাসরতকেই শীর্ষ পদ দেওয়া হবে।" জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে খবর, পাকিস্তানপন্থী মাসরতকে ওই পদে বসিয়ে কাশ্মীরে বড় অশান্তিতে মদত দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ। পুলিশ কর্তারা জানাচ্ছেন, গিলানির মৃত্যুর পরে পরিস্থিতি সামলানো গিয়েছে। কিন্তু এ বার পাকিস্তান প্রমাণ করতে চাইবে হুরিয়তের গিলানি গোষ্ঠী এখন পুরোপুরি মাসরতের নিয়ন্ত্রণে। সে জন্য উপত্যকায় বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হতে পারে। শুক্রবার কাশ্মীরে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন পুলিশ কর্তারা। এক পুলিশ কর্তার মতে, বর্তমানে পাকিস্তানের বেছে নেওয়া নেতা এখন জেলে। কিন্তু আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ফলে তাদের মনোবল বেড়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/

দেশে এই প্রথমবার জাতীয় সড়কের পাশে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বারমের অঞ্চলে ৯২৫ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং স্ট্রিপের উদ্বোধন করেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও নীতিন গড়করি। সত্তা গন্ধব অঞ্চলে বায়ুসেনার বিমানের জরুরি অবতরণের জন্য ওই স্ট্রিপ বানানো হয়েছে। এদিন দুই মন্ত্রী ও চিফ অব দি ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতকে নিয়ে সেখানে অবতরণ করে বায়ুসেনার একটি হারকিউলিস সি-১৩০ জে বিমান। দেশের কোনও জাতীয় সড়কের পাশে এই প্রথমবার বিমানের জরুরি অবতরণের জন্য স্ট্রিপ বানানো হল। এদিন আরও কয়েকটি বিমান ওই ল্যান্ডিং স্ট্রিপে ওঠানামা করে। তার মধ্যে ছিল একটি সুখহোই ৩০ এমকেআই বিমান। সেনাবাহিনীর পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত একটি বিমান এবং একটি হেলিকপ্টারও অবতরণ করে। তাতে বোঝা যায়, ওই এয়ারস্ট্রিপ এবার অন্যান্য বিমানঘাঁটির সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। ওই অনুষ্ঠানে বায়ুসেনার প্রধান আর কে ভাদুরিয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর ভাষণে বলেন, দেশ জুড়ে এমন আরও ২০ টি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রক তৈরি করছে বেশ কয়েকটি হেলিপ্যাড। আমাদের প্রতিরক্ষার পরিকাঠামো মজবুত করতে ওই এয়ারস্ট্রিপ ও হেলিপ্যাডগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরে রাজনাথ বলেন, অনেকের ধারণা, প্রতিরক্ষায় বেশি খরচ করলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। কিন্তু আজ জাতীয় সড়কের পাশে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ দেখে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন একইসঙ্গে চলতে পারে। ৯২৫ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তিন কিলোমিটার লম্বা ওই এমের্জেন্সি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া। রাজনাথ সিং বলেন, "আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করে আমরা একটি বার্তা দিতে চাই। তা হল আমরা যে কোনও মূল্যে দেশের ঐক্য, বৈচিত্র এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করব।" প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, এই ধরনের এমার্জেন্সি লান্ডিং স্ট্রিপ দেশবাসীর মনোবল অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। ওই এয়ারস্ট্রিপ কেবল যুদ্ধের সময় কাজে লাগবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও বিমানের জরুরি ওঠানামার জন্য তা ব্যবহার করা যাবে। এর আগে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ও পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বিমানগুলি লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে অবতরণ করেছিল। তাতে বোঝা গিয়েছিল, আপতকালীন পরিস্থিতিতে এক্সপ্রেসওয়েগুলি থেকে বিমান ওঠানামা করতে পারবে।

ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন তেলেগু অভিনেতা রবি তেজা

হায়দরাবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাদক মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-র অফিসে দফতরে হাজিরা দিলেন অভিনেতা রবি তেজা। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন তেলেগু অভিনেতা। উল্লেখ্য, এই তালিকায় আগেই লিস্টে এসেছেন রকুলপ্রীত সিং সহ একাধিক অভিনেতা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে তেলেঙ্গানাতে ৩০ লক্ষ টাকার মাদক আটক করে পুলিশ। এই মামলায় হায়দরাবাদের আবগারি বিভাগের তরফে একটি মামলা রুজু করা হয়। আর্থিক তছরুপের মামলায় তদন্তে নামে ইডি। শুরু হয় একাধিক দক্ষিণী অভিনেতার বিরুদ্ধে তদন্ত। আর এবার ২০১৭ সালের ওই মামলার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রানা দুগ্গুবাতি সহ মোট ১২ জন অভিনেতাকে তলব করেছে ইডি। ওই বারো জন দক্ষিণী অভিনেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে রকুলপ্রীত সিং এং রাণা দুগ্গুবাতি ছাড়াও রয়েছে পুরী জগন্নাথ, রবি তেজা, চার্মি কৌর, মুমাইথ খানের মত তারকারা। এই মামলার ৩১ আগস্ট পুরী জগন্নাথ, ৩ সেপ্টেম্বর রকুলপ্রীত সিং ইডির দফতরে হাজিরা দেন। ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ইডি-র অফিসে হাজিরা দেন বাহুবলী-র বল্লালদেব খ্যাত রানা দুগ্গুবাতি। এদিন ৯ সেপ্টেম্বর ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন রবি তেজাও। হিন্দুস্থান সমাচার /

উচ্চশিক্ষায় সুখবর, মান বাড়ল যাদবপুর-কলকাতা-বেলুড়ের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উচ্চশিক্ষায় বাংলার জন্য বড়সড় সুখবর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) -এর ক্রমতালিকা ঘোষণা করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যাদবপুর, কলকাতা-সহ বাংলার একাধিক প্রতিষ্ঠান দেশে উজ্জ্বল জায়গা করে নিয়েছে। গতবছর এই র‍্যাঙ্কিয়ে কলকাতা ছিল ১০ নম্বরে এবং যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয় ছিল ১১ নম্বরে।

এদিন ধর্মেন্দ্র প্রধান যে তালিকা ঘোষণা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উঠে এসেছে চার নম্বরে। যাদবপুর জায়গা পেয়েছে আটে। কলকাতার আগে কেবল রয়েছে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি। কলেজের যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে তাতেও বাংলার দুটি প্রতিষ্ঠান প্রথম দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। চারে রয়েছে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং পাঁচে স্থান পেয়েছে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির। এই দুই কলেজের পিছনে রয়েছে দিল্লির হিন্দু কলেজ, সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছর ধরেই যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন মানদণ্ডে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তৈরি করছিল। এদিন তার স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি, ম্যানেজমেন্ট, গবেষণা-সহ একাধিক মানদন্ড থাকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রে। সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হয়েছে মাদ্রাজ আইআইটি। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সতীর্থকে গুলিবিদ্ধ করে নিজে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান

নগাঁও (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সতীর্থকে গুলিবিদ্ধ করে নিজের ইনসাস রাইফেলের গুলিতে আত্মঘাতী হামলাবাজ সিআরপিএফ জওয়ান। আহত জওয়ানকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনা মধ্য অসমের নগাঁও জেলার কাটিমারিতে অবস্থিত সিআরপিএফ ক্যাম্পে গতকাল রাতে সংঘটিত হয়েছে।

আজ বুধবার নগাঁও জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রের খবরে জানা গেছে, রাইফেলের ম্যাগজিন জমা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। সূত্রটি জানিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতেও ডিউটি শেষ করে নিজের অস্ত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন বিজয় মিশ্র নামের জওয়ান। সে সময় অস্ত্রাগারের দায়িত্বে ছিলেন সিআরপিএফ-এর আরেক জওয়ান প্রাঞ্জল দত্ত। কিন্তু বিজয় মিশ্র তাঁর রাইফলের একটি ম্যাগজিন জমা দেননি, এ নিয়ে জওয়ান প্রাঞ্জল দত্তের সঙ্গে বচসা বাঁধে সতীর্থের। বচসা এক সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে জওয়ান প্রাঞ্জলের ওপর গুলি হামলা করে বসে বিজয় মিশ্র। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাঞ্জল দত্ত মারা গেছেন ধারণা করে ইনসাস রাইফেলের নল নিজের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে বিজয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরিয়ে মাটিতে লুটে পড়ে প্রাণ হারান বিজয় মিশ্র। এদিকে প্রাঞ্জল দত্তের পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত, আহত প্রাঞ্জল দত্তের বাড়ি আপার অসমের যোরহাটে এবং নিহত বিজয় মিশ্রের বিহারে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে আজ ভোরে অকুস্থলে সিআরপিএফ-এর আইজি এবং নগাঁওয়ের সদর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব বরা ছুটে গেছেন। নিহত বিজয় মিশ্রের মৃতদেহ নগাঁওয়ের ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে ময়না তদন্ত করা হয়েছে। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে বিহারে তাঁর বাড়িতে।

হাওড়ায় চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী

হাওড়া, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একেই বর্তমানে করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ সকলে। সেই পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে চুরির ঘটনা। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

একেই করোনা আতঙ্কে ভুগছে রাজ্যবাসী। যদিও গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০০ নিচে থাকলেও আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না। তারই মাঝে অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া এলাকায় পরপর চুরির। এর আগে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ওঠে। এরই মাঝে অভিযোগ, গত কয়েকদিনে ৭-৮ টি চুরির ঘটনা ঘটেছে। মুদির দোকান থেকে মিষ্টির দোকান, স্টেশনারি দোকান থেকে কালী মন্দির, রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িও সর্বত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে। বারংবার চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে স্থানীয়রা।

নিয়ে আসা হচ্ছে নৌকাডুবিতে হত পরিমিতার নশ্বর দেহ, শেষকৃত্য গুয়াহাটির শ্মশানে

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি নিয়ে আসা হচ্ছে গতকাল বিকেলে যোরহাট-মাজুলির সীমাবর্তী ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবির ঘটনায় নিহত পরিমিতা দাসের নশ্বর দেহ। এখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। জানা গেছে পরিবার সূত্রে।

গতকাল বুধবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ মাজুলি তীরবর্তী কমলাবাড়ি এবং যোরহাটের নিমাতিঘাটে ব্রহ্মপুত্রে নদে যাত্রীবাহী জাহাজ ও ফেরি-নৌকার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সংঘর্ষে জলে টইটম্বুর ব্রহ্মপুত্রে ভেসে গিয়েছিলেন পারমিতা দাস। তাঁকে উদ্ধার করে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়না তদন্তের পর আজ সকাল প্রায় ১০:৩০ টায় পারমিতার মরদেহ গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় তাঁর বাসার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। গুয়াহাটি পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যেতে পারে।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সি পারমিতা দাস সাতমাস আগে মাজুলির রঙাচাহি কলেজে অসমিয়া ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা পদে যোগদান করেছিলেন। মাঝে করোনার প্রভাবে রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু গত ৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলে যাওয়ায় তিনি তাঁর কলেজে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। গতকাল তিনি তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দিয়ে মাজুলির কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে ঘাতক ফেরি-নৌকায় করে রওয়ানা হয়েছিলেন। পরিমিতার মূল বাড়ি মধ্য অসমের নগাঁও জেলার বেবেজিয়া এলাকায়। গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন পরিবারের সঙ্গে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবি

নিমাতিঘাটে নৌকাডুবি : দুর্ঘটনার ফৌজদারি মামলা ও উচ্চস্তরীয় তদন্তের নির্দেশ, নভেম্বরে শুরু হবে সেতু তৈরির কাজ, জানান মুখ্যমন্ত্রী

যোরহাট (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গতকাল বিকেলে যোরহাট-মাজুলির সীমাবর্তী ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবির ঘটনার ফৌজদারি মামলা করতে উভয় জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া আগামী নভেম্বরে যোরহাটের কমলাবাড়ি এবং মাজুলির নিমাতিঘাট সংযোগী সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে, ঘোষণা তাঁর। আজ বৃহস্পতিবার সকালেই হেলিকপ্টারে চড়ে নিমাতিঘাটে নৌকাডুবির সরেজমিন পর্যবেক্ষণে এসে নানা বিষয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, নৌকাডুবিতে নিহত মাজুলি রঙাচাহি কলেজের সহকারী প্রভাষক পরিমিতা দাসের পরিবারকে সবধরনের সহায়তা করবে তাঁর সরকার। প্রয়োজনে তাঁর পরিবারের কাউকে দেওয়া হবে সরকারি চাকরি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর।

এখানে এসে প্রথমেই তিনি যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে নৌকাডুবিতে আহত আট যাত্রীর খোঁজখবর নিয়েছেন। এর পর জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল বুধবার বিকেলে সংঘটিত দুর্ঘটনার পিছনে প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনাই প্রধান কারণ হিসেবে ধরা পড়েছে। পুলিশকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, নিমাতিঘাটে ব্রহ্মপুত্রে সংঘটিত জাহাজ ও ফেরি বা ভুটভুটি (এক ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকা)-র মধ্যে সংঘর্ষ এবং ফেরির ডুবে যাওয়ার ঘটনায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে।

গতকালের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন এখনও নিখোঁজ, জানান মুখ্যমন্ত্রী। ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকায় মাজুলি যাবেন। সেখানকার পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে যোরহাট সার্কিট হাউসে বিকেলের দিকে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ, জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বসবেন। তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে দুর্ঘটনার পিছনে মূল কারণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এ ব্যাপারে একটি উচ্চস্তরীয় তদন্তের নির্দেশ দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে যোরহাটের নিমাতিঘাট থেকে বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলির কমলাবাড়িঘাট পর্যন্ত একক ইঞ্জিনচালিত ১০টি ব্যক্তিগত নৌকা চলাচল করছিল। আজ থেকে সমস্ত একক-ইঞ্জিন নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এইসব ইঞ্জিন মেরিন (সামুদ্রিক) ইঞ্জিন নয়। তবে যদি কোনও মালিক তাঁদের নৌকায় ডাবল বা সামুদ্রিক ইঞ্জিন ব্যবহার করতে চান, তা-হলে সরকার সাহায্য করবে। কেননা, একটি সামুদ্রিক ইঞ্জিনের দাম প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। তাই ইচ্ছুক ব্যক্তিগত নৌকার মালিকরা ব্যাপারে আবেদন করলে অবিলম্বে সরকার ৭৫ শতাংশ ভরতুকিযোগ্য দশ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। ২৫ শতাংশ দেওয়া হবে ঋণ হিসাবে। আজ থেকেই সংশ্লিষ্ট মালিকরা মাজুলির জেলাশাসকের কার্যালয়ে আবেদন শুরু করতে পারেন, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ভরা বর্ষায় রোপ্যাক্স জাহাজ চলাচল কেন বন্ধ সে ব্যাপারেও তদন্ত হবে। এখন থেকে নিমাতিঘাট-কমলবাড়ি নদীপথে দুটি রোপ্যাক্স ফেরি জাহাজ সহ ছয়টি সরকারি জাহাজ চলবে। এরই মধ্যে আগামী নভেম্বরে যোরহাটের কমলাবাড়ি এবং মাজুলির নিমাতিঘাট সংযোগী সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। চার বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে সেতুর কাজ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে. মোট ৯০ জন যাত্রী দুর্বল ব্যক্তিগত ফেরি নৌকায় চড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন এখনও নিখোঁজ। এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ রাতভর অনুসন্ধান চালিয়ে ৮৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

করনালে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

চন্ডিগড়, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কারনা পরিস্থিতিতেই চলছে কৃষক আন্দোল। বুধবার বিকেলেই কৃষক আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে প্রশাসনের বিরদ্ধে তাঁদের আন্দোলন চলবেই এবং খুব শীঘ্রই তারা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করবেন। এরপরই ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করে কারনালের পটভূমি। আর তার জেরেই আরও একবার বন্ধ করা হল ইন্টারনেট পরিষেবা। পাশাপাশি ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। আপাতত ৫টি জেলার ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা অবধি।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই উত্তপ্ত হরিয়ানার কারনাল। কৃষি বিলকে কেন্দ্র করে যে কৃষক আন্দোলন চলছিল বিগত কয়েকমাস ধরে কারনালের কৃষকরাও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এরমধ্যেই হরিয়ানার এক শীর্ষস্থানীয় পুলিশ আধিকারিক বিতর্কিত মন্তব্য করে রীতিমতো বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালেন। তিনি বলেন, কৃষি আন্দোলন রুখতে প্রয়োজনে কৃষকদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর থেকেই শুরু হয় কারনাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন। ওই পুলিশ আধিকারিকের যোগ্য শাস্তির দাবি করে কৃষকরা দিনের পর দিনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। গত মঙ্গলবারই এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছিল। কৃষকদের রুখতে জলকামান পর্যন্ত ছোঁড়া হয়েছিল। ওইদিনও ইন্টারনেট এবং মেসেজিং পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসমের নৌকাডুবির ঘটনায় এখনও নিখোঁজ ৭ যাত্রী উদ্ধারকাজে নামতে চলেছে ভারতীয় সেনা

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের নৌকাডুবির ঘটনায় এখনও খোঁজ মেলেনি ৭ যাত্রীর। এবার তাঁদের উদ্ধার করতে নামছে সেনা। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই শিশু ও মহিলাসহ ৮২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন মহিলা যাত্রী হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আরও ৩ জন মারা গেছেন বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। সুতরাং এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। কিন্তু এখনও ৭ জন যাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিল। তাদের সাহায্য করছিলেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। এবার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গেই উদ্ধারকাজে নামতে চলেছে ভারতীয় সেনা। প্রয়োজনে ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্যও নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, বুধবার দুপুরে অসমের নিমাটি ঘাট থেকে একটি যাত্রীবাহী নৌকা মাজুলির দিকে যাচ্ছিল। ওই একই সময়ে মাজুলি থেকে আরও একটি যাত্রীবাহী নৌকা নিমাটি ঘাটের দিকে আসছিল। এরপর ঠিক মাঝনদীতে ওই দুটি নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাদুটি ব্রহ্মপুত্রে তলিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের উদ্ধার করার কাজ শুরু হয়। এখনও ৭ জন যাত্রীর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হরেকরকম

ত্বকের তারুণ্যে ভেষজ উপাদান

বয়সের ছাপ থামানো যায় না। তবে ধীর করা সম্ভব। রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান ব্যবহারে ভালো কাজে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে এমন কয়েকটি ভেষজ উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

তুলসী: তুলসী পাতা বয়সের ছাপ কমাতে সহায়ক। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে ও কোলাজেন নষ্ট করে ফেলে। গরম পানিতে তুলসি পাতা ডুবিয়ে রেখে নরম হয়ে আসলে মিহি পেস্ট করে নিন। সঙ্গে বেসন ও মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

দারুচিনি: বয়স-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা কোলাজেনের ক্ষয় পূরণ করে ও ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

দারুচিনির গুঁড়ার সঙ্গে মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে মাখুন। শুকানোর জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আদা: আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক উপাদান সমৃদ্ধ যা বয়সের ছাপ কমায়।

আদা কুচি করে এতে বাদামি চিনি ও জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে ব্যবহার করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

অশ্বগন্ধা: ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান সমৃদ্ধ। এটা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর ক্ষারীয় উপাদান ত্বকের কোষকে চাপ ও ক্ষয় থেকে সুরক্ষিত রাখে।

অশ্বগন্ধার গুঁড়া, আদার গুঁড়া ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাকটি মুখে মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

জিনসেং: চাইনিজ এই ভেষজ পৃথিবীজুড়ে পরিচিত এর 'অ্যান্টি-এইজিং' উপাদানের জন্য। এক কাপ গরম পানিতে এক চামচ জিনসেংয়ের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এরপর তুলার সাহায্যে মিশ্রণটি মুখে মেখে সারারাত রেখে দিন। সকালে উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

অতিরিক্ত ওজন কেন করোনা ঝুঁকি বাড়ায়

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের কারণে হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং টাইপ টুই ডায়াবেটিসসহ বেশকিছু রোগের ঝুকি বেড়ে যায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ঘোষণা থেকে জানা যায়, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কী ঃ-

স্থূলতা কি আসলেই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় ঃ বেশ কিছু গবেষণাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন গবেষকরা। যুক্তরাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রায় ১৭ হাজার কোভিড-১৯ রোগীকে নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ব্যক্তিদের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে যাদের, বডি ম্যাস ইনডেক্স ৩০ এর ওপর, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ইলেকট্রনিক রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকা ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ ওএ মারা যাওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর ওই রোগীর যদি ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের মতো সমস্যা থাকে তাহলে ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। যুক্তরাজ্যের আই সি ইউ'তে থাকা জটিলভাবে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা যায় আই সি ইউতে থাকা রোগীদের ৭৩ শতাংশ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা ভুগছিলেন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ মানুষের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ওঝন এবং উচ্চতার অনুপাতে পরিমাপ করা হয় তার বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বি এম আই। স্থূলতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশন আগেই সতর্ক করেছিলেন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের বি এম আই ২৫ এর বেশি হবে। এছাড়াও বয়স বেশি হলে, অন্য জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে এবং পুরুষদের জন্য কোভিড-১৯ এ জটিলভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বলে উঠে এসেছে গবেষণায়।

কেন অতিরিক্ত ওজন ঝুঁকি তৈরি করছে ঃ আপনার ওজন অতিরিক্ত হওয়া মানে আপনি দেহে অতিরিক্ত চবি বহন করছেন। অর্থাৎ আপনি শতভাগ ফিট নন। আর আপনার ফিটনেস যত কম হবে, আপনার ফুসফুসের কর্মক্ষমতা তত কমবে। এর ফলে আপনার রক্তে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সমস্যা হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল এবং আপনার হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের শরীরে অক্সিজেনর চাহিদা বেশি থাকে। তার মানে, তাদের শরীর যথেষ্ট চাপের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। করোনা ভাইরাসের মতো একটি ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় এই বিষয়টি গুরুতর হতে পারে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডিয়ান সেলাইয়াহ বলেন, শরীরে প্রধান অঙ্গগুলোয় যথেষ্ট অক্সিজেন না যাওয়ায় স্থূল দেহ এক পর্যায়ে চাপ নিতে পারে না। এ কারণে আই সি ইউতে থাকা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা ও কিডনির কার্যক্রম চালানোর জন্য সহায়তা বেশি প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে সমক্ষমতা শরীরে থাকে, যেটিকে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হিসেবে জানি, সেই ক্ষমতা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় স্থূলকায় ব্যক্তিদের শরীরে অনেক কম থাকে। আমাদের শরীরের চর্বিতে থাকা ম্যাক্রোফেইজ নামক কোষ যখন অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়, তখন এই সমস্যা তৈরি হয়।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে। অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘন্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।

পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ

ডিম আদর্শ খাবার হিসেবে শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও ব্যবহার করা যায়।আর পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ বেশ কার্যকর।

রূপচর্চা বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের 'ব্লসম কোছার গ্রুপ অব কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডা. ব্লসম কোছার ত্বকের যত্নে ডিমের সাদা অংশের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে জানান।

ডিমের সাদা অংশে আছে খনিজ ও ভিটামিন যা ত্বকে চমৎকার কাজ করে।

ডিম প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ যা স্বাস্থ্যরক্ষায় উপকারী। ডিমের সাদা অংশ শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি সৌন্দর্যচর্চায়ও অবদান রাখে।

ডিমের সাদা অংশ খুব ভালো অ্যান্টি-এইজিং হিসেবে কাজ করে।

এক চা-চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দুতিন ফোটা 'পচৌলি' এসেনশল অয়েল মিশিয়ে সারা মুখে ব্যবহার করুন। এটা ত্বক টান টান করতে ও ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সহায়তা করে।

ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার করতে ডিমের সাদা অংশ উপকারী।

এক চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি ও এক চা-চামচ ভুট্টার গুড়া মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এই প্যাক ত্বকের ব্ল্যাকহেডস দূর করে। চিনি খুব ভালো এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে লোমকূপের ময়লা দূর করে, ভুট্টার গুঁড়া ত্বকের ময়লা শুষে নেয় এবং ডিমের সাদা অংশ ত্বক টানটান করতে ও লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকে পুনরায় ময়লা প্রবেশ করতে পারে না ফলে ত্বক থাকে পরিষ্কার।

তৈলাক্ত ত্বকে ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে আধা চা-চামচ লেবুর রস ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব কমায় ও ত্বক উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

ত্বকের যত্নে উপকারী রাসায়নিক উপাদান

ত্বকের পরির্যায় নানান উপাদান ব্যবহার হয়। তবে কিছু ত্বক বান্ধব রাসায়নিক উপাদান আছে যা এক প্রকার অ্যাসিড। তবে সেগুলো ক্ষতিকর নয়।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো, বয়সের ছাপ হ্রাস, ব্রণের সমস্যা কমানো-সহ বিভিন্ন ত্বকের সমস্যা দূর করতে এই ধরনের অ্যাসিড উপকারী।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে এই বছর জনপ্রিয়তা পাওয়া এমন সব প্রসাধনীর উপকারিতাগুলো এখানে দেওয়া হল।

রেটিনল: এবছর সবচেয়ে বেশি প্রচলন দেখা দেয়। এটা ভিটামিন এ থেকে উৎপাদিত, যা ত্বক পরিষ্কার রাখতে, দাগ কমাতে ও বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। রেটিনল, বয়সের ছাপ ও প্রদাহ কমাতে খুব ভালো কাজ করে।

হায়লুরনিক অ্যাসিড: ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এর তুলনা নেই। ত্বক মসৃণ ও দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখতে এটা ভালো কাজ করে। ২০২০ সালে ত্বক বিশেষজ্ঞরা এই অ্যাসিড ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাই যে কেউ ত্বকের যত্ন নিতে হায়লুরনিক অ্যাসিড নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

ল্যাকটিক অ্যাসিড: মৃদু রাসায়নিক পিল ও এক্সফলিয়েটর হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিড সামনের সারিতে। 'হাইপার পিগমেন্টেশন' ব্রণের দাগ ছোপ ও মলিন ত্বক ও রংয়ের ভারসাম্যহীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফেইশল ও ত্বক পরিষ্কার রাখতে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া হয় না তাই রাসায়নিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে এই অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড: এটা একটা জাদুকরী উপাদান। এটা ব্রণ ও ব্ল্যাক-হেডসের সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। গ্লাইকোল অ্যাসিড সহজেই ত্বককে সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে। ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

নায়াসিনামাইড: ত্বকের যত্নে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও বহুল ব্যবহৃত উপাদান হল নায়াসিনামাইড। এটা ভিটামিন বি-৩ হিসেবেও পরিচিত, যা ত্বকের মলিনতা দূর করে, বয়সের ছাপ কমায় ও ত্বক সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

আপনার বয়স কি চল্লিশের কোটায়? সাবধান!

হাঁটার গতির ওপর সহজ এক পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা কতো দ্রুত বয়স বাড়ছে সেটা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সে আপনি কত দ্রুত হাঁটতে পারেন তা বলে দেবে আপনার মগজ এবং শরীরের বয়স কত দ্রুত বাড়ছে বা বাড়ছে না- এ খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।যারা ধীরে হাঁটেন তারা যে শুধু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যান তাই নয়, তাদের মুখও দেখায় বুড়োটে এবং তাদের মস্তিষ্কের আকৃতিও ছোট হয়ে যায়।আন্তর্জাতিক গবেষকদের দলটি বলেছে, তাদের এই গবেষণার ফলাফল ''দারুণ চমকপ্রদ''।চিকিৎসকরা সাধারণত হাঁটার গতি ও ভঙ্গী দেখে কারো স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বুঝতে পারেন, বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়স যাদের। কারণ হাঁটার গতিপ্রকৃতি থেকে মাংসপেশীর শক্তি, ফুসফুসের সুস্থতা, মেরুদণ্ডের শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উজ্জ্বলতা বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়সে হাঁটার গতি ধীর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে স্মৃতিভ্রমের যোগাযোগও করেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী।''সমস্যার লক্ষ্ণ''এই গবেষণা চালানো হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে এক হাজার লোকের ওপর। যাদের জন্ম ১৯৭০এর দশকে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সবরকম তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের হাঁটার গতিপ্রকৃতির ওপর পরীক্ষা চালানো হয় আরও আগে থেকে।এই গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হতো, বিভিন্ন সময়ে তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হতো এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ক্যান করা হতো। তাদের শিশু বয়স থেকে প্রতি দু''বছর অন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হতো।''এই গবেষণায় দেখা গেছে বৃদ্ধ বয়স হবার আগেই ধীরগতিতে হাঁটা সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত,'' বলছেন লণ্ডনের কিংস কলেজ এবং আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং এই গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক টেরি মফিট।তিনি বলছেন, এমনকী ৪৫ বছর বয়সী যারা ধীরে হাঁটেন তাদের মধ্যেও হাঁটার গতিতে বিস্তর ফারাক দেখা যায়।তবে তার কথায় মোদ্দা বিষয়টা হল, যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে যায় তাদের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াও তত দ্রুততা পায়। তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা, দাঁতের অবস্থা এবং রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা যারা দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে খারাপ হয়ে যায়।এই গবেষণায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হলো মস্তিষ্কের স্ক্যান থেকে দেখা গেছে যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে গেছে, তাদের মস্তিষ্কের বয়স তত বেশি বেড়ে গেছে।গবেষকরা আরও দেখেছেন, মাত্র তিন বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধি, ভাষা ও স্নায়বিক দক্ষতা পরীক্ষা করে তারা নির্ধারণ করতে পারেন ৪৫ বছর বয়সে তাদের হাঁটার গতি কী হবে।তারা বলছেন, চল্লিশের বেশি বয়সে যাদের হাঁটার গতি ধীর হয়ে যায়, শিশুকালে তাদের আই.কিউ. (বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি) যারা ৪৫ বছরেও দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে ১২ পয়েন্ট কম ছিল।''জীবনযাপনের সঙ্গে যোগাযোগ''আন্তর্জাতিক গবেষক দল তাদের গবেষণা ফলাফলে লিখেছেন, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে পার্থক্যের একটা কারণ শিশুকাল থেকে জীবনযাপনের মান। জীবনের শুরুতে যারা ভালো মানের জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন তাদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছে।গবেষকরা বলছেন, অল্প বয়সে হাঁটার গতি পরিমাপ করে মানুষের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীরগতি করার পদ্ধতি বা চিকিতসা নিয়ে গবেষণা সম্ভব।নিচু ক্যালরির খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে মেটফরমিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার উপযোগিতা নিয়ে এখন গবেষণা চালানো হচ্ছে।

প্রতিদিন ভ্রু'র যত্ন নেওয়ার পন্থা

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সুন্দর ঘন ভ্রু পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

- প্রতিদিন ভ্রু আঁচড়ে নিন। এতে ভ্রুয়ের বৃদ্ধি ভালো হয় ও দেখতে গোছানো লাগে।

- অতিরিক্ত ভ্রু প্লাক করবেন না। ভ্রুয়ের নিজস্ব ঘনত্ব বজায় রেখে কেবল আশপাশের বাড়তি লোমগুলো তুলে ফেলুন। এতে ভ্রু মোটা ও সুন্দর থাকবে।

- ভ্রু'য়ের রেখার বাইরের অংশ 'আইব্রো ট্রিমার'য়ের সাহায্যে ট্রিম করে নিতে পারেন। এতে আকার ঠিক রেখে স্যালনের মতো ভ্রু প্লাক করা যাবে। - ভ্রুতে ক্যাস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল মালিশ করে আঁচড়ে নিন। প্রতিদিন রাতে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করলে ভ্রুয়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। ভ্রু প্লাক বা ট্রিম করার পরে অ্যালো ভেরা জেল ব্যবহার করুন। এটা প্রদাহ কমাতে সহায়াত করে ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।

- ভ্রু তে ধুলাবালি ও ময়লা জমে ব্রণ ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই নিয়মিত এক্সফলিয়েট করতে ভুলবেন না।

- এক চা চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি মিশিয়ে ভ্রু স্ক্রাব করে নিন। ভালো ফলাফল পেতে স্নানের সময় সপ্তাহে দুদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

- নিয়মিত মেইকআপের ভ্রুয়ের জেল ব্যবহার না করে 'আইব্রো সিরাম' ব্যবহার করুন। এটা ভ্রুয়ের ঘনত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে করণীয়

করোনা ভাইরাসের এই সময় শিশুদের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হবে। কারণ শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় যে কোনো রোগে তারা সহজে আক্রান্ত হয়। এ সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। বিশেষ করে শিশুর খাবারের প্রতি নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। বিশেষ করে শিশুর খাবারের প্রতি নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যেসব বিষয়ে নজর দিতে হবে ঃ —

পর্যাপ্ত ঘুম ঃ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই কার্যকরী। ঘুম কম হলে মানসিক চাপ বেড়ে যায়, যা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। প্রতিদিন শিশুদের অন্তত ১০-১৪ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ঃ শিশুদের সামান্য অসুখেই বাবা-মা চিন্তায়. পড়ে যান। অনেক সময় চিকিৎসকরা সাধারণ রোগব্যাধির বেলায় পরিচিত কিছু অ্যান্টিবায়েটিক শিশুকে খেতে দেন। অত্যাবধিক অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই শিশুকে যতটা সম্ভব অ্যান্টিবায়োটিক কম খাওয়াতে পারলে ভালো।

ঘরে তৈরি খাবার খাওয়ান ঃ ঘরে তৈরি খাবার শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো। এ সময় শিশুকে জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে রাখুন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ তাজা সবজি ও ফল খাওয়ান।

দলের কেউ জড়িত থাকলে আগেই গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত, আউশগ্রামে যুব তৃণমূলকর্মী খুনে অনুব্রত

দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টম্বর(হি. স.): ''পনেরো দিনের মধ্যে আসামী গ্রেফতার না হলে ভয়ঙ্কর খেলা করে দিয়ে যাব। দলের কেউ জড়িত থাকলে আগেই গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত।'' আউশগ্রামে তৃণমূলকর্মী খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার কার্যত এভাবে সুর চড়ালেন বীরভুমের তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। একই সঙ্গে প্রকৃত আসামী গ্রেফতার না হলে পঞ্চায়েত বোর্ড ভেঙে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দিয়ে কার্যত বিদ্রোহের সুর মৃতের বাবা তথা দেবশালা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল বক্সীর। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার দলীয়কর্মীর বাড়িতে অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুস্কৃতীদের গুলিতে খুন হয় দেবশালা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বক্সীর ছেলে চঞ্চল বক্সী। মঙ্গলবার দুপুরে আউশগ্রামের ভাতকুন্ডা জঙ্গলে বাবা কে নিয়ে ফেরার পথে দুস্কৃতীদের গুলিতে খুন হয় চঞ্চল বক্সী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সিআইডি। ঘটনার ৩৬ ঘন্টা পরও অধরা অপরাধীরা। এদিকে অপরাধীরা গ্রেফতার না হওয়ায় ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে দেবশালা গ্রাম। সহজ সরল সৎ নিষ্ঠাবান যুবকের এরকম খুন কার্যত নতে পারছে না গ্রামবাসীরা। বুধবার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। যদিও ঘটনার দায় নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবী ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা একাজ করেছে। বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করে। আবার মৃত চঞ্চল বক্সীর বাবা দেবশালা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল বক্সীর গলায় যদিও পরোক্ষে অন্য সুর। বৃহস্পতিবার চঞ্চল বক্সীর বাড়িতে দেখা করতে আসেন বীরভুমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলকে ঘিরে ধরে গ্রামবাসীরা সুবিচারের দাবী জানান। গোটা গ্রাম এখনও ফুঁসছে সুবিচারের দাবীতে। এদিন পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। এদিন তিনি কার্যত হিয়ারীর সুরে বলেন,' এই খুন মেনে নেব না। কারন পরিবারটা খুবই ভাল। এদের কোন শত্রু ছিল না। যেই খুন করুক, বিজেপি যদি মনে করে তৃণমূল চুপচাপ থাকবে। তবে কেষ্ট মন্ডল চুপচাপ থাকবে না।' তিনি বলেন,' ১৫ দিনের মধ্যে আসামী ধরা না পড়লে ভয়ঙ্কর খেলা খেলে দিয়ে যাবো। কোন কাহিনী শুনব না। কোন অশান্তি চাই না। কেউ যদি অশান্তি চায়, তাহলে চ্যালেন।' যদি দলের কেউ জড়িত থাকে সাংবাদিকরা পাল্টা প্রশ্ন করলে, সপাটে তিনি বলেন, ' দলের কেউ জড়িত হলে গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত।' অন্যদিকে, অনুব্রত মন্ডলের ওপর আস্তা রেখেও এদিন রীতিমতো বিদ্রোহের হুঁশিয়ারী দিলেন দেবশালা পঞ্চায়েতের প্রধান তথা মৃতের বাবা শ্যামল বক্সী। তিনি স্পষ্ট বলেন,' বিচার চাই। বিচার যদি না পাই, তাহলে এই দলটা করে কি লাভ। বিচার না পেলে পদত্যাগ করব। পঞ্চায়েতের বোর্ড ভেঙে দেব। ১০ জন সদস্য একসঙ্গে ইস্তফা দেব।' তবে বিজেপির জড়িত থাকার প্রশ্ন তুলতেই তিনি বলেন,' বিজেপি একসময় দাপিয়ে বেড়ালেও এখন আর নেই। তারা একাজ করতে পারে বলে মনে হয় না। তবে পুলিশ তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করুক।' শ্যামলবাবুর এই বক্তব্যে কার্যত বিড়ম্বনায় পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ভারত বিশ্বগুরু ছিল, আছে এবং থাকবে : ডঃ বিজয় ভাটকর

পুনে, ৯ অক্টোবর (হি. স.) : বিজ্ঞান ভারতীর চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় সুপার কম্পিউটারের জনক ডঃ বিজয় ভাটকর বলেছেন, যে ভারত অনাদিকাল থেকে বিশ্বনেতা ছিল এবং আজীবন থাকবে। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে কলকাতাস্থিত শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের তরফে ডঃ বিজয় ভাটকরকে 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'' প্রদান করা হয়।এই অনুষ্ঠানে ডঃ ভাটকর ভারতের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক অবদানের উপর তাঁর বক্তব্য রাখেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে ডক্টর বিজয় ভাটকর নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজ অবধি তিনি অনেক পুরষ্কার পেয়েছেন কিন্তু তিনি ডাঃ হেডগেওয়রের ('ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'') নামে পুরস্কার পেয়ে তাঁর তার জীবনকে ধন্য মনে করেন। ভাটকর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর স্মৃতিকথা উল্লেখ্য করে বলেন, প্রয়াত রাজীব গান্ধী জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি সুপার কম্পিউটার দেখেছেন কিনা। আমি উত্তরে জানিয়েছিলাম যে আমি শুধুমাত্র সুপার কম্পিউটারের ছবি দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে আমরা এটি তৈরি করব এবং আগামী কয়েক বছরে ভারত সফলভাবে একটি সুপার কম্পিউটার তৈরি করে।

ভাটকরের মতে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্যের ভিত্তি ভারতীয় ইতিহাসের পাতায়। তিনি বলেন যে, পুরো বিশ্ব বিশ্বাস করে যে কম্পিউটার পশ্চিমা বিশ্বের একটি পণ্য, কিন্তু এর প্রাথমিক গবেষণার শিকড় রয়েছে ভারতে। ভাটকর বলেন, বাইনারি সিস্টেমকে বিশ্বের সব ধরনের কম্পিউটারের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বাইনারি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ঋষি পানিনির ভাই পিঙ্গল ঋষি। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে এই সম্পর্কে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

ডঃ ভাটকর আরও বলেন, ভারতীয় সংজ্ঞায় বিজ্ঞান একটি দর্শন। আমরা যদি আরও পিছনে যাই, বিজ্ঞানের উল্লেখ আমাদের বেদেও দেখা যাবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা হাত ধরে চলছে বলে মনে হয়। ভাটকর বলেন যে, ভারতীয় ভাষাগুলি খুব সুনির্দিষ্ট এবং সমৃদ্ধ। ফলস্বরূপ, ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থপূর্ণ এটা প্রমাণিত।

এদিনের, অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে ভাটকর বলেন, ভারত অনাদিকাল থেকে বিশ্বকে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। বসুধৈব কুটুম্বকম ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। এর ভিত্তিতেই আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে এবং পরিচালিত করতে সক্ষম। তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষে, ভারত নিজেকে এবং সমগ্র বিশ্বকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

প্রসঙ্গত, শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় গত ৩১ বছর ধরে 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'' পুরস্কার বিতরণ করে আসছে। এই বছরের পুরস্কার ডঃ বিজয় ভাটকরকে দেওয়া হয়। সাধারণত এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কিছু কারণে এই বছর এই পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মহারাষ্ট্রের পুনেতে। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে, ডঃ বিজয় ভাটকরকে একটি সার্টিফিকেট এবং এক নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শুক্রবার হাইলাকান্দি রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ-ধরনা

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চার দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে আগামীকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হাইলাকান্দি রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করবে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি।

শিলচর-ভৈরবী রেল রুটে আরও এক জোড়া ট্রেন চালু করা, শিলচর-ভৈরবী রুটে সপ্তাহের সাতদিনই নিয়মিত এক জোড়া ট্রেন চালানো, এতদিন এই রেল রুটে যে যাত্রীভাড়া ছিল সেই যাত্রীভাড়া বহাল রাখা এবং শিলচর-ভৈরবী রুটে যাত্রীবাহী ট্রেনের কামরা সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এই চার দফা দাবি আদায়ে হাইলাকান্দি নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করবে।

আজ বৃহস্পতিবার এ খবর দিয়ে সমিতির অন্যতম পদাধিকারী সুশীল পাল জানিয়েছেন, বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি শেষে এই চার দফা দাবি সংবলিত স্মারকপত্র পাঠানো হবে রেলমন্ত্রী, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের।

হাইলাকান্দি জেলাবাসীর গণদাবি আদায়ে প্রস্তাবিত ধরনা কর্মসূচিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন সুশীল পাল। হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

বমাল তিন মাদক কারবারি আটক পাথারকান্দি পুলিশের হাতে

পাথারকান্দি (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ড্রাগস সহ পাথারকান্দি পুলিশের জালে পড়েছে তিন কারবারি। আসিমগঞ্জ এলাকার তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন দুর্লভপুর গ্রামের এক গোপন ডেরা থেকে প্রায় ৭০ হাজার টাকার সন্দেহজনক হেরোইন ভরতি ৩৪৪ কৌটো সহ এদের আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের কুখ্যাত ডাকাত জয়নুল হক, ইকবাল হুসেন এবং আব্দুল বাসিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর সমরজিৎ বসুমতারি জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার শেষ রাতে তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন দুর্লভপুর গ্রামে দলবল নিয়ে তাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন। অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক হেরোইন ভরতি ৩৪৪ কৌটা বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা।

ওসির কাছে জানা গেছে ধৃতদের মধ্যে জয়নুল হক কুখ্যাত দাগি ডাকাত। দীর্ঘদিন ধরে সে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত। গত মাস-কয়েক আগে মহিলার পোশাক পরে ডাকাতি করতে গিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল হাজত খেটেছে।

পুলিশ অফিসার সমরজিৎ জানান, বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসের বাজারমূল্য অনুমানিক ৭০ হাজার টাকা হবে। ধৃতদের বর্তমানে থানায় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান ওসি। আগামীকাল শুক্রবার তাদের তিনজনকেই করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাংসদ হতে চলেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ এবং জলপথ দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে একটি করে এবং তামিলনাড়ুতে দুটি রাজ্যসভার আসনে নির্বাচন হবে আগামী ৪ অক্টোবর। সে অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

অসমে রাজ্যসভার একটি আসন শূন্য। বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে গত বছরের (২০২০) ২১ নভেম্বর রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিটিসি-র তদানীন্তন ক্ষমতাসীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর হাইপ্রফাইল নেতা তথা সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি। এর পর ওই সালের ২২ নভেম্বর বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন বিশ্বজিৎ। তাই বিশ্বজিতের পদত্যাগের পর একটি আসন খালি পড়েছিল।

অন্যদিকে মাজুলি থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর সম্প্রসারিত ক্যাবিনেটে মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। ফলে এখন তাঁকে ফের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসা সাংবিধানিক প্রয়োজন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, অসম থেকে শূন্য আসনে সর্বানন্দ সনোয়ালকে বিজেপি জয়ী করে আনবে।

নির্বাচনের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করবে নির্বাচন কমিশন। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ২২ সেপ্টেম্বর।

রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাংসদ হতে চলেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ এবং জলপথ দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে একটি করে এবং তামিলনাড়ুতে দুটি রাজ্যসভার আসনে নির্বাচন হবে আগামী ৪ অক্টোবর। সে অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

অসমে রাজ্যসভার একটি আসন শূন্য। বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে গত বছরের (২০২০) ২১ নভেম্বর রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিটিসি-র তদানীন্তন ক্ষমতাসীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর হাইপ্রফাইল নেতা তথা সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি। এর পর ওই সালের ২২ নভেম্বর বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন বিশ্বজিৎ। তাই বিশ্বজিতের পদত্যাগের পর একটি আসন খালি পড়েছিল।

অন্যদিকে মাজুলি থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর সম্প্রসারিত ক্যাবিনেটে মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। ফলে এখন তাঁকে ফের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসা সাংবিধানিক প্রয়োজন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, অসম থেকে শূন্য আসনে সর্বানন্দ সনোয়ালকে বিজেপি জয়ী করে আনবে।

নির্বাচনের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করবে নির্বাচন কমিশন। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ২২ সেপ্টেম্বর।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

বর সেজে আত্মঘাতী যুবক ! চাঞ্চল্য তামুলপুরে

তামুলপুর (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিয়ের পিঁড়িতে বসার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। শেষমেষ বর সেজেই আত্মহত্যা ! হৃদয় বিদারক এই ঘটনা তামুলপুরের। বাকসা জেলার তামুলপুর মহকুমার ঝাড়গাঁও গ্রামে এক যুবকের এহেন কাণ্ডে শোকাকুল পরিবেশ গোটা এলাকায়।

আত্মঘাতী যুবক ঝাড়গাঁওয়ের জনৈক করুণা ডেকার বছর তিরিশের পুত্র তপন ডেকা। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে তপন পরিবারের সবার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্বাভাবিকভাবেই নিজের কক্ষে শোয়ার জন্য যায়। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেলেও তপন তাঁর শোয়ার ঘর থেকে বেরোয়নি। এ সময় তপনের এক কাকা দরজায় কাড়া নেড়ে তপনকে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় কাকার মনে উঁকি দেয় সন্দেহের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তপনের শোয়ার ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই চোখ চড়কগাছ। দেখতে পান, তপন গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়িতে হুলস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। খবর দেওয়া হয় তামুলপুর থানায়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তামুলপুর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

তবে বিয়ের সাজ পরে তপন ডেকা এভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যের। অবশ্য পুলিশ সহ স্থানীয়দের মতে, তপন বিগত কয়েক বছর ধরে বহিঃরাজ্যে কাজ করেছিল। যদিও করোনা অতিমারির জন্য সে তার বাড়িতে ফিরে আসে এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে। তপন শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য পরিবারের লোকদের রীতিমতো পীড়াপীড়ি দিয়ে আসছিল। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতার জন্য তার আর বিয়ের পিঁড়িতে বসার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে শেষমেষ বরের পোশাক পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তপন, এমন চর্চা গোটা অঞ্চলজুড়ে।

বিধানসভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যে বিপাকে শুভেন্দু

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের কারণে আরও বিপাকে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের যে অভিযোগ জমা পড়েছে, তার জবাব দেওয়ার জন্য বাড়তি সময় চেয়েছিলেন বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে। যদিও এদিন শুনানিতে হাজির ছিলেন না বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার অধিবেশনের শেষ দিনে বিজেপিত্যাগী মুকুল রায়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অধ্যক্ষের সেই সিদ্ধান্তে হাড়ে-হাড়ে চটে যান রাজনৈতিক ডিগবাজি খাওয়া বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষকে "দলদাস" বলে তোপ দাগেন শিশির পুত্র। শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটির কাছে নোটিশ জমা দেন। ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগকারিণী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অভিযুক্ত শুভেন্দু অদিকারীকে এ বিষয়ে প্রমাণ ও জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেন।প্রিভিলেজ কমিটির কাছে জবাব দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহের সময় চান শুভেন্দু। তাঁর সেই আর্জি এদিন খারিজ করে দিয়েছেন বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডিমা হাসাওকে অশান্ত করার চেষ্টা, মুলসাং গ্রাম ছাড়তে বাসিন্দাদের হুলিয়া সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের

হাফলং (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওকে আবারও অশান্ত করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে কয়েকটি দুষ্কৃতকারীর দল। গত ৬ সেপ্টেম্বর উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন এলাকার অন্তর্গত অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী ডিমফাই অঞ্চলের মুলসাং গ্রামে সশস্ত্র অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতকারীর দল হানা দিয়ে তিন দিনের মধ্যে গ্রামবাসীদের গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

দুষ্কৃতকারীরা নাকি হুলিয়া জারি করে বলে গেছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে বাসিন্দারা যদি গ্রাম ছেড়ে চলে না যান, তা-হলে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। হুলিয়া জারি করেই ক্ষান্ত থাকেনি দুর্বৃত্তরা, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে গ্রামের একটি বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। এর পর থেকে গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে কে বা কারা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। কোনও অশুভ শক্তি যে আবারও ডিমা হাসাওকে অশান্ত করে তুলতে চাইছে তা জেলার অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী এলাকার এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার। গত ৬ সেপ্টেম্বরের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মুলসাং গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানিয়েছে কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন, কুকি অসম ইনপি ও ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম। এই তিনটি সংগঠন এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা মুলসাং গ্রামের যে ব্যক্তির বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে সেই ভুক্তভোগীকে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নিতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনিরবাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া, পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিংয়ের কাছে দাবি জানিয়েছে তিন সংগঠন।

তাছাড়া সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠনগুলিকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতি, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম, ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমা জালাই হসম-এর কাছেও এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার কুকি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, কুকি ইনপি অসম এবং ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম পৃথক পৃথক প্রেস বিবৃতি যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর মুলসাং গ্রামে সংগঠিত ওই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। প্রেস বিবৃতিতে তারা লিখেছেন, আমাদের ভূমি এ ধরনের বহু সংঘাতের সাক্ষী। এই অবস্থায় গত ছয় সেপ্টেম্বরের ঘটনায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কোনও একটি দুষ্টচক্র আবার এই পাহাড়ে শান্তি সম্প্রতি বিনষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই এ সব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রুখতে শীঘ্রই সিভিল সোসাইটি এবং জেলা প্রশাসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। প্রেস বার্তায় তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকেই সবাইকে শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

নৌকাডুবির দায় স্বীকার করে মন্ত্রী পাটোয়ারিকে পদত্যাগ করার দাবি ভূপেন বরার, তুলেছেন নানা প্রশ্ন

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত মাজুলিবাসী। মাজুলিবাসীর ভোটের মূল্য আছে, কিন্তু তাঁদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। গতকাল যোরহাটের নিমাতিঘাটে নৌকাডুবির দায় স্বীকার করে অসমের অভ্যন্তরীণ জলপরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে পদত্যাগ করার দাবি তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা। আজ বৃহস্পতিবার রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রহ্মপুত্র নদে গতকাল সংঘটিত নৌকাডুবির ঘটনাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বেজায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার।

তিনি বলেন, গত ষাট বছরে যে কাজ হয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে সেই সকল কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতির কথাও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। বিজেপি সরকারের শাসনকালে এ নিয়ে দু-দুবার নৌকাডুবিতে শতাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এর জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির পদত্যাগের দাবি তুলেছেন ভূপেন বরা। বুধবারের নৌকাডুবি ঘটনার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের টুইটকেও ধিক্কার জানান ভূপেন বরা।

ভূপেন বলেন, বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে ভূমি পূজা, নমামি ব্রহ্মপুত্র সহ বেশকিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এবার রাজ্যের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব আরোপ করতে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মাকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বরা বলেন, বর্তমান শোকাকূল পরিবেশে দুর্ভাগ্যজনক এই নৌকাডুবি ঘটনাকে নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও ধরনের রাজনীতি করার মানসিকতা বা ইচ্ছা নেই। কিন্তু একসময়ে বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনের সময় মাজুলি এবং যোরহাটবাসীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো মনে করিয়ে দেওয়াটা আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন ভূপেন বরা।

বলেন, ২০১৮ সালে উত্তর গুয়াহাটিতে সংঘটিত নৌকা দুর্ঘটনা থেকে বিজেপি সরকারের শিক্ষা না নেওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। পূর্বের ঘটনার পরও সরকার কোনও ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্যই নিমাতিঘাটে নৌকাডুবির দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। দুর্ঘটনার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক ভাবে আবশ্যক নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন লাইফ জ্যাকেট, সুইমিং টিউব সহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফেরি-নৌকায় এই সকল আবশ্যক সরঞ্জামের মজুত থাকাটা অত্যন্ত জরুরি ছিলো। এমন-কি দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে একজন উদ্ধারকারী কর্মীকেও দেখা যায়নি, যা বিজেপি সরকারের চরম ব্যর্থতা বলেও অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন বরা। বর্ষার সময় উত্তাল ব্রহ্মপুত্রে এমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য নদী পরিবহণ বিভাগ কর্তৃক জল পরিবহণ ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করাটাও জরুরি ছিলো কি না, সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের দিকে এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন তিনি। মাজুলির কমলাবাড়ি এবং যোরহাটের নিমাতিঘাটে জল পরিবহণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্য কোনও পুলিশ চৌকি আছে কি না, সেটাও এক বিরাট প্রশ্ন বলে উল্লেখ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা।

অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে দিনদুপুরে দুটি ফেরি নৌকার মধ্যে কীভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো? জল পরিবহণ বিভাগ নৌকার দিক নির্ণয় সঠিকভাবে করেছিল কি না? নৌকা চালকের বৈধ অনুমতিপত্র ছিল কি না? ফেরি-নৌকার যাত্রী বহন ক্ষমতা নিরীক্ষণ করা হয়েছিল কি না? ফেরি-নৌকাগুলো নিজের ক্ষমতা থেকে অধিক যাত্রী বহনের অভিযোগ প্রায়ই উঠে থাকে। নৌকাগুলো যাত্রী বহন করার উপযুক্ত ছিল কি না, এ সবের পরীক্ষা কে করেছিল? সাংবাদিক সম্মেলনে এ ধরনের নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে ভূপেনকুমার বরা সরকারের চরম গাফিলতিকেই দুর্ভাগ্যজনকেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, সব থেকে বড় লজ্জাজনক বিষয় হলো, গত তিন বছরের মধ্যে দু-দুবার নিলম্বিত অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী অভিযন্তার হাতে এদিনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। উত্তর গুয়াহাটির ফেরি দুর্ঘটনার সময় দায়িত্ব থেকে নিলম্বিত সেই অফিসারের হাতে কেন পুনরায় মানুষের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো? সরকার পক্ষের দিকে এই প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন ভূপেন বরা।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন সহ এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ বাহিনীর জওয়ানদেরও কর্তব্যে নিয়োজিত করতে সরকারকে পরামর্শ দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেনকুমার বরা।

কিশোরীকে বহিঃরাজ্যে বিক্রির পরিকল্পনা ! ডবকায় পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার দুই নারীদেহ পাচারকারিণী

ডবকা (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত ডবকায় দুই নারীদেহ পাচারকারিণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ডবকা থানার পুলিশ হলধিআটি বে গ্রামে অভিযান চালিয়ে নারীদেহ পাচারচক্রের দুই মহিলা চাঁইকে গ্রেফতার করেছে।

ডবকা থানার ওসি জানান, ধৃত দুই মহিলা সম্পর্কে ননদ ও বউদি। এরা জনৈক কিশোরীকে বহিঃরাজ্যে বিক্রির পরিকল্পনা করছিল। এক অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি বলেন, গত ৪ সেপ্টেম্বর পূর্বপরিকল্পিত ভাবে একই গ্রামের এক কিশোরীকে ধৃত দুই মহিলা কৌশলে নেশাদ্রব্য খাইয়ে মরিগাঁও জেলার লাহরিঘাটে জনৈক গৃহস্থের ঘরে নিয়ে রেখেছিল। এদেরই একজনের দাদা কর্মসূত্রে কেরালায় থাকে। সে অনুযায়ী দুদিন পর ডবকা থেকে অপহৃত কিশোরীকে কেরালায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল তারা। ইত্যবসরে নেশার ঘোর কেটে কিছুটা সম্বিৎ ফিরে আসার পর সুযোগ বুঝে অপহৃতা কিশোরীটি সোমবার লাহরিঘাটের ওই ঘর থেকে পালিয়ে ডবকায় স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে কিশোরীটি পালিয়ে গেছে খবর পেয়ে ধৃত দুই মহিলা ডবকায় এসে ওৎ পেতে থাকে। গাড়ি থেকে নামতেই কিশোরীটিকে ধরে চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা কাউকে কিছু না বলতে শাঁসানি দিয়ে এরা টানা-হ্যাঁচড়া করতে থাকে। ঘটনাক্রমে কিশোরীটির পরিবারের লোকজন এসে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় ধৃত দুই পাচারকারিণী।

কিশোরীটি ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর গোটা ঘটনা তার বাবা-মাকে জানায়। সব শুনে কিশোরীর বাবা এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে ডবকা গত মঙ্গলবার থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে ডবকা পুলিশ গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে দুই নারীদেহ পাচারকারিণী ননদ ও বউদিকে গ্রেফতার করে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

ওসি জানান, ইতিমধ্যে এই চক্রটি এলাকার বহু কিশোরী, যুবতী, বউকে অপহরণ করে বহিঃরাজ্য বিক্রি করার অভিযোগ আছে। নারী পাচার-চক্রের মূল পাণ্ডা গুলজার হুসেন বর্তমানে কেরালায় আছে। গুলজারকে আটক করতে পুলিশ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানান পুলিশ অফিসার। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

সংবাদপত্র অফিসে হামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী নিয়ে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

পুলিশের বিরুদ্ধে থানায় মামলা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। এসডিপিও রমেশ যাদব ও ইন্সপেক্টর সুমন্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় এফআইআর দাখিল করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ডায়েট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে ধরনা আন্দোলন চলাকালে পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ ব্যক্ত করে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।এসডিপিও রমেশ যাদব ও ইন্সপেক্টর সুমন্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় এফআইআর দাখিল করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন তারা কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অফিসের সামনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ধরনায় বসেছিল। শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন চলাকালে এসডিপিও রমেশ যাদব ও ইন্সপেক্টর সুমন্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিপেটা চালায়। তাতে বেশ কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। তাদেরকে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়েছে। দুজন পুলিশ অফিসারের কাজ করবে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বাধ্য হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা। অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে।

নিট পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সর্বভারতীয় অভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকার (নিট-স্নাতকোত্তর) কেন্দ্র পরিবর্তনের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। করোনার কারনে যাতায়াত সংক্রান্ত বেশি বিধিনিষেধ না থাকার কারন জানিয়েই বৃহস্পতিবার এই আবেদন খারিজ করে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন শীর্ষ আদালতের তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছেন, দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। যাতায়াত সংক্রান্ত বেশি বিধিনিষেধ নেই। তাই কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সেইসঙ্গে যতদিন না কেন্দ্র পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, ততদিন পরীক্ষা স্থগিত রাখার যে আর্জি জানানো হয়েছিল, তাও খারিজ হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিমনায় শাসক দলের কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। শাসক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আবারো প্রকাশ্যে এল।ঘটনা সিমনা বিধানসভার মনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে। আভ্যন্তরীন কোন্দলের জেরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নির্মীয়মান টয়লেট ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিজেপির বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য। শাসক দল বিজেপির পঞ্চায়েত মেম্বার ও বুথ সভাপতির অন্তঃ কোন্দলে ভেঙে ফেলা হল সরকারি নির্মাণ কাজ। ঘটনা সিমনা বিধানসভার মনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে।এই ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি টয়লেট নির্মাণের জন্যে অর্থ প্রদান করা হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে।টয়লেট নির্মান অর্ধেক হলে সেটি ভেঙে ফেলা হয়।মনতলা গ্রামপঞ্চায়েত তথা ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার সম্পা নায়েক অভিযোগ করেন গ্রামেরই বিজেপি দলের এক বুথ সভাপতি মিলন পান তাঁতি উনার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে নিয়ে নির্মাণ কাজটি ভেঙে চলে যায়।মেম্বার সম্পা নায়েক জানান বুথ সভাপতি মিলন পান তাঁতি প্রতিনিয়তই তাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল টয়লেট নির্মাণের কাজটি যেন তাকে দেওয়া হয়।কাজ না দেওয়ার ফলেই রাতের আধারে বুথ সভাপতি মিলন পান তাঁতি এই কান্ডটি সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন শাসকদলীয় পঞ্চায়েত সদস্য।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মোবাইলে প্রেম, বিয়ের প্রলোভন দিয়ে ত্রিপুরা থেকে নিয়ে গিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে ফেলে দিয়ে চম্পট প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ সেপ্টেম্বর।। মোবাইল এর মাধ্যমে প্রেম হয় বক্সনগর এর এক মহিলার সঙ্গে। উদয়পুর খিলপাড়া এলাকার এক যুবকের। মহিলার নাম রোশনা বেগম। ডাকনাম আয়েশা খাতুন(৩৫)। পিতার নাম আবদুল কাশেম। বাড়ি সোনামুড়া মহাকুমার বক্সনগর এলাকায়। ছেলেটির নাম আবু তাহের। পিতার নাম আলমাচ মিয়া। বাড়ি উদয়পুর খিলপাড়া এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রেম চলছিল। মেয়েটির স্বামী নেই। মেয়েটির ঘরে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ে রয়েছে। তার নাম শ্রাবন্তী আক্তার।আবু তাহের মেয়েটিকে প্রস্তাব দিয়ে ফুসলে ফাসলে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় চেন্নাই যাবে বলে। চেন্নাই গিয়ে তারা বিয়ে করবে। মেয়েটির বাড়ি থেকে টাকা পয়সা যা ছিল বিশ্বাস করে নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে নতুন সংসার করার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।৭ সেপ্টেম্বর আগরতলা রেলস্টেশন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস করে রওনা দেয়। ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কলকাতা শিয়ালদা স্টেশনে নামে। রেলের মধ্যেই মেয়েটিকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে মেয়েটির কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়ে নেয় এবং কানের দুল গলার হার নিয়ে নেয়। মেয়েটিকে বলে তুমি আমাকে দিয়ে দাও এগুলো। না হলে রেলের মধ্যে চুরি হয়ে যাবে। মেয়েটিও বিশ্বাস করে দিয়ে দেয় ছেলেটি কে। তারপর আবু তাহের রোশনা বেগম এবং তার মেয়ে শ্রাবন্তী আক্তার কে রেলস্টেশনে ফেলে চলে যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সে ফিরে আসেনি। তখন বুঝতে পারে রোশনা যে ছেলেটি তাকে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে।তখন শিয়ালদা স্টেশনে বসে বসে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে রোশনা। এমন সময় সোনামুড়ার নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের সম্পাদক আবু সাহিদ এবং আরো কয়েকজন তাদের কাজের জন্য কলকাতায় এসেছিল। হঠাৎ করে দেখতে পায় মেয়েটি কাঁদছে। তখন তারা গিয়ে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে। তখন মেয়েটির সবকিছু খুলে বলে। মেয়েটিকে রেলস্টেশনে সাহায্য করেছিল কলকাতার দুই যুবক।তখন আবু সাহিদ সোনামুড়া নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের সভাপতি ইমাম হোসেন এবং কোষাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েটিকে কলকাতার একটি ওমেন হোস্টেলে রেখেছে। মেয়েটির ছোট শিশু শ্রাবন্তী আক্তার অসুস্থ। নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের সম্পাদক মেয়েটিকে ৭ সেপ্টেম্বর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে নিজ বাড়িতে অর্থাৎ ত্রিপুরার বক্সনগরস্থিত বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত খরচ বহন করবে সোনামুড়ার নাগরিক সুরক্ষা মজলিশ কর্তৃপক্ষ এমনটাই জানিয়েছে তারা। এখন পর্যন্ত মেয়েটি এবং তার ছোট্ট শিশু কলকাতায় রয়েছে একটি ওমেন হোস্টেলে।সোনামুড়া নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের সম্পাদক এবং তার সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল তারা সবাই মিলে শিয়ালদা জিআরপি তে অভিযোগ জানিয়েছে লিখিতভাবে। মোবাইলে প্রেম করে শত শত মেয়ের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যদি নাগরিক সুরক্ষা মজলিস এর সম্পাদক এর নজরে না পড়তো তাহলে কি যে হতো রোশনা এবং তার মেয়ে শ্রাবন্তীর একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে এমনটাই জানিয়েছেন নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের সভাপতি ইমাম হোসেন।যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত খরচ বহন করে মেয়েটিকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবে সোনামুড়া নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের কর্তৃপক্ষ এমনটাই জানিয়েছে তারা।

বিশ্রামগঞ্জে পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জে পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জিত নাথ। বাড়ি সাবরুম। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। প্রতিদিন এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।আগরতলা থেকে বাইক নিয়ে সাবরুম নিজ বাড়ি যাওয়ার পথে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন সঞ্জিত নাথ নামে এক যুবক। তার বয়স আনুমানিক ৩৩ বছর। বিশ্রামগঞ্জ এর প্রথম দুর্ঘটনায় আহত যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সঞ্জিত নাথ। তার মৃত্যুর সংবাদে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর তার মৃতদেহ তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহ তার নিজ বাড়ির সামনে নিয়ে যাওয়া হলে ওই এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত দিয়ে গণেশ পূজার উদ্বোধন বিশালগড় মন্ডলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এর হাত দিয়ে তিন দিনব্যাপী গণেশ পূজার উদ্বোধন হয় বিশালগড় লালসিং। মুড়া স্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে। বিশালগড় মন্ডল কমিটি বিগত ২ বছরের ন্যায় এই বছরও গণেশ পূজায় ব্রতী হয়েছে। তিন দিনব্যাপী চলবে গনেশ পূজা। তিনদিন প্রসাদ দেওয়া হবে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ফিতা কেটে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ডপের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য, স্পোর্টসের সচিব অমিত রক্ষিত এবং বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব। প্রতিমা ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন পূর্বে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শারদ উৎসবের সূচনা হত। বিগত ৩ বছর যাবৎ রাজ্যে গণেশ পুজো দিয়ে শারদ উৎসবের সূচনা হচ্ছে। প্রতিমা ভৌমিক রাজ্যবাসীকে করোণা থেকে রক্ষা করার জন্য এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গলের স্বার্থে গণেশ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। প্রতিমা ভৌমিক এর আগমনকে ঘিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পানীয় জলের সংকট মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের অভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বাবামনি পাড়ায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজন। অটল জলধারা প্রকল্প তাদের কাছে দিবাস্বপ্ন। বর্ষাকাল এবং সুখা মরশুম উভয় কালেই জলসঙ্কট তাদের নিত্যসঙ্গী। এলাকাবাসীরা ছড়া কিংবা নিজেরাই গর্ত করেকাঁচা কোয়ো তৈরি করে সেখান থেকে অপরিশোধিত জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অটল জল ধারা প্রকল্প এলাকাবাসীদের কাছে স্বপ্নের মত। একটি ছড়ার নাম অনুসারেই এলাকার নাম বাবুমনি পাড়া। এই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাটিতে ১০০এর অধিক জনজাতি পরিবারের বসবাস। অধিকাংশই কৃষি কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে। এলাকার এক বৃদ্ধ জানান বাবু মনি পাড়ায় একটিও পানীয় জলের উৎস নেই। এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল এই তিনটি সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। ছড়ার অপরিশোধিত জল ব্যবহার করাতে প্রায়ই তাদের মধ্যে জল বাহিত রোগে আক্রান্তত হচ্ছে। এলাকাবাসী আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকলেও পরিষেবা পাচ্ছেন না এলাকার মানুষ। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করে দিতে ব্যার্থ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ প্রশাসনও। দিনকাল অদল বদল হলেও তাদের সমস্যাগুলি একই তিমিরে। বিজ্ঞানের যুগে ছড়ার অপরিশোধিত জল ব্যবহার করা অনেকটাই বেমানান। যাা বাবুমনি পাড়ার জনজাতিদের কাছে এক অসহনীয় ব্যাপার।
জনজাতিরা পানীয় জলের সংকট থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। অবিলম্বে ওই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

পাঠন

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্ত, অভিভাবকের অনুমতি পত্র অবশ্যই লাগবে। দীর্ঘ সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে বর্ণ পরিচয় এবং সংখ্যা জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই ওই ঘাটতি পূরণে নতুন দীশার অধীন বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বিদ্যালয় শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই দুর্বল, ড্রপ আউট এবং বিদ্যালয় থেকে দুরে রয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাদের চিহ্নিত করে আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এছাড়া, কোভিড বিধি অবশ্যই পালন করতে হবে।

সিখা দফতরের আদেশ, প্রধান শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গা, রুটিন এবং পাঠ্যক্রম সুনিশ্চিত করতে হবে। তেমনি, ক্লাস টেস্ট ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, মিড-ডে-মিলের আয়োজন অবশ্যই থাকতে হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে স্যানিটাইজার, থার্মাল স্কেনিং এবং হ্যান্ড ওয়াশ বন্দোবস্ত করার জন্য প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পত্রিকা

● প্রথম পাতার পর

বলেন, প্রতিবাদী কলম এবং ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনায় দোষীর গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, প্রতিবাদী কলম পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনায় তদন্তভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রণব বাবু বলেন, পশ্চিম আগরতলা থানার ওসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদকের অভিযোগ রয়েছে। তাই, সুষ্ঠু তদন্তের লক্ষ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ সন্ধ্যার মধ্যে আইজি আইন-শৃঙ্খলা দুইটি পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করবেন এবং সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

এদিকে ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার পরিচালন অধিকর্তা শাণিত দেবরায় বলেন, পুলিশ পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তাই, পুলিশের তদন্তে আমরা নজর রাখব। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে পুণরায় বৈঠকে বসে আগামী দিনের রূপরেখা নির্ণয় করা হবে। ওই পরতিনিধি দলের অপর সদস্য পিটিআই-র সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশের পদক্ষেপ আমরা পর্যালোচনা করব। তার ভিত্তিতে আগামী দিনে আন্দোলন স্থির করা হবে। এদিকে, আজ ফরেন্সিক টিম দুইটি পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করেছে। বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন। প্রয়োজনীয় প্রমানাদি সংগ্রহ করেছেন।

পানিসাগরে

● প্রথম পাতার পর

আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ উওর জেলার পানিসাগর থানা এলাকা থেকে রাবার সিট বিক্রি করে হোন্ডা বাইকে করে নিজ বাড়ি ঊনকোটি জেলার পেচারথল থানাদিন ডেফাছড়াতে ফিরছিল তিন বন্ধু।তিন বন্ধু ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পানিটিলা ডলুবাড়ি এলাকায় আসার পর মালবাহী এস,এম,এল মিনি ট্রাক বিপরীত দিক থেকে এসে হোন্ডা বাইকের সাথে মুখামুখি সংঘর্ষ বাঁধে।এতে তিন বন্ধুই জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। দুমড়েমুচড়ে যায় বাইকটি।সানীয় এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি পানিসাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ছুটে এসে রক্তাপ্লুত তিন জনকে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত অবসায় একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর হাসপাতালে রেফার করেন।জানা গেছে মৃত দুই যুক সন্তোষ চাকমা(২০) পিতা- চন্দন চাকমা এবং বেতাভ চাকমা(২০) পিতা- রাজ মনি চাকমা,বাড়ি উনকোটি জেলার পেচারতলের ডেফাছড়া (নবীনছড়া) এলাকায়। তাছাড়া গুরুতর আহত যুবক সনয় চাকমা(২৩) পিতা- কৃষ্ণ কুমার চাকমা,বাড়ি একই এলাকায়।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিন জনই একটি বাইকে চেপে যাচ্ছিল।বাইক চালাচ্ছিল সনয় চাকমা।ওর মাথায় হেলমেট পর্যন্ত ছিলো না।তবে দুর্ঘটনার পরেই লড়িটি ফেলে চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়।ধারনা করা হচ্ছে তিন বন্ধু মিলে আকন্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।মৃতদেহ দুটি আজ ময়নাতদন্তের পর তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পাশাপাশি পানিসাগর থানার পুলিশ একটি পথ দুর্ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।সাথে দূর্ঘটনা গ্রস্ত বাইক এবং এস এম এল মিনি ট্রাকটি বর্তমানে পানিসাগর থানার হেফাজতে রয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৪৩ হাজার ২৬৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা বুধবার তুলনায় অনেকটাই বেশি হওয়ায় দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৮১। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৩৮ জন। এই সংখ্যাটা অবশ্য আগের দিনের থেকে খানিকটা কম। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা বলি ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৪৯ জন। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় কাঁপছে কেরল এবং , মহারাষ্ট্র। গত ২৪ ঘন্টায় শুধু কেরলেই আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি। মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত ৪ হাজারের বেশি। নাগপুর প্রশাসন বলছে করোনার থার্ড ওয়েভ চলে এসেছে। একই কথা শোনা গিয়েছে মুম্বইয়ের মেয়রের মুখেও। পরে অবশ্য তিনি দাবি করেছেন, করোনার তৃতীয় ঢেয় আসেনি। তবে বিধি না মানলে তা আসতে খুব একটা দেরিও নেই। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা সংক্রমণের পাশাপাশি ঊর্ধমুখী অ্যাকটিভ কেসও। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬১৪ জন। তবে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি জোগাচ্ছেন করোনাজয়ীরা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৪ হাজার ৬১৮ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ৫৬৭ জন। পাশাপাশি টিকাকরণের গতি বাড়িয়ে সংক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা চলছে দেশজুড়ে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্র করে শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অবশ্য তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সফল হয়েছে। মিছিলে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তিব্র আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের দুস্কৃতিরী পার্টি অফিসগুলিতে হামলা হুজ্জুতি চালাচ্ছে। ভাঙচুর করা হচ্ছে নেতাদের বাড়ি ঘরে। এমনকি অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটানো হচ্ছে।

মানিক দে আরও বলেন, এইভাবে চলতে দেয়া যায় না। জনগণ সাড়ে তিন বছরে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কাজকর্মে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা রাস্তায় নামছেন। জনগণের কাছ থেকে জোট সরকার দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের সামনে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি সেগুলি ভাওতাবাজিতে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় মানুষের পিঠ দেয়ালে লেগে গিয়েছে। তাই এখন প্রতিবাদী হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আর সেটা বিজেপি সহ্য করতে না পেরে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্জুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

মানিক দে অভিযোগ করেছেন, মানুষের কন্ঠকে রোধ করা সম্ভব হবে না। যত বেশী আক্রমণ সংগঠিত করা হবে মানুষ ততই প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। তিনি অভিযোগ করেছেন যেখানে যেখানে হামলা চালানো হচ্ছে সেখানে পুলিশ প্রশাসন দলদাসের ভূমিকা পালন করছে। ঘটনা ঘটার আশঙ্কার কথা সিপিএমের তরফ থেকে আগে থেকেই পুলিশকে জানানো হচ্ছে। কিন্তু, পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ গিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছে। অপরাধীদের পাকড়াও করা হচ্ছে না বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

অশান্ত করতে মিথ্যা কথা বলছে। তাদের দলীয় কার্যালয়ে কোন লোক যায় না।

তিনি বলেন, সিপিএম মিথ্যা ইস্যু তৈরি করতে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা শান্তিতে বিশ্বাসী। এই অবস্থায় ৬ সেপ্টেম্বর মানিক সরকার নিজে নেতৃত্ব দিয়ে এই রাজ্যের পরিবেশটাকে অশান্ত করেছে। এই অশান্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পথে নেমেছে বিজেপি যুব মোর্চা। তিনি আরো বলেন রাজ্যের শান্ত পরিবেশ সিপিএম নামধারী গুন্ডাদের সহ্য হচ্ছিল না। তাদের নেতৃত্ব দেন মানিক সরকার। প্রথমে ধনপুর এবং পরে উদয়পুরে নিষ্ঠাবান দলীয় কার্যকরতাদের উপর নির্মম ভাবে রক্ত ঝড়ানো হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বিজেপি কার্য্যকতারা। এর প্রতিবাদে বুধবার প্রতিবাদ মিছিল করা হয়েছে। কিন্তু শান্ত মিছিলে সিপিএম দলীয় কার্যালয় থেকে আক্রমণ চালানো হয়। তারা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে মশাল মিছিলের মাধ্যমে জানান দেওয়া হচ্ছে শান্তি, উন্নয়ন, জাতি ধর্মের মিলন স্থল ত্রিপুরা। এখানে অশান্তির কোন জায়গা নেই। সিপিএম যেভাবে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে তা বিজেপি-র কার্যকরতা সফল হতে দেবে না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ভিকি প্রসাদ। সিপিএম-র নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মশাল মিছিলের মাধ্যমে অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছেন বিজেপি কার্যকরতারা। এদিন সন্ধ্যায় কয়েক হাজার যুব মোর্চার কর্মী সমর্থক রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করেছে।

প্রতিমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

সেন্টার ওয়ান চাইল্ড' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে অবহেলিত শিশুদের সার্বিক কল্যাণে দপ্তরের একজন করে অফিসার দায়িত্বে থাকবেন। এই প্রকল্প সফলতা পেলে রাজ্যের অন্যান্যা জেলাতেও চালু করা হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদর মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওপেন শেল্টার ফর চিলড্রেন-এর কো-অর্ডিনেটর সনৎ দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী স'য় সাহা, তুষার কান্তি ভ-াচার্য প্রমুখ। ধন্যবাদ 'াপন করেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ।

বায়োপিকের ঘোষণায় রোমাঞ্চিত সৌরভ

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তৈরি হচ্ছে আরেক ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। বৃহস্পতিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল। ছবি নিয়ে কেমন অনুভূতি তাঁর, টুইটারে জানালেন স্বয়ং সৌরভ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে কাকে দেখা যাবে? এক্ষেত্রে হৃতিক রোশন ও রণবীর কাপুরের নাম শোনা যাচ্ছে। সৌরভের নাকি রণবীরকেই বেশি পছন্দ নিজের বায়োপিকের জন্য।

লাভ রঞ্জন ও অঙ্কুর গর্গের প্রযোজনায় তৈরি হবে এই ছবি। টুইটারে তাঁদের ট্যাগ করে সৌরভ লিখেছেন, ''ক্রিকেট আমার জীবন, এটা আমায় মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, দারুণ এক সফর। লাভ রঞ্জনের প্রযোজনায় আমার এই সফর নিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে, আর তা বড়পর্দায় দেখা যাবে ভেবেই রোমাঞ্চিত।''

সৌরভের এই টুইট শেয়ার করে লাভ রঞ্জন লিখেছেন, ''লাভ ফিল্মসের পরিবারে দাদাকে পাওয়া অত্যন্ত গর্বের। আমাদের আপনার জীবনের অঙ্গ করার জন্য এবং আপনার কাহিনি সারা বিশ্বকে জানানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ক্রিকেটারদের নিয়ে বলিউডে বায়োপিক নতুন নয়। এর আগে পর্দায় মহেন্দ্র সিং ধোনির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। মুক্তির অপেক্ষায় কবীর খানের ''৮৩'' ছবি। যাতে কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। ''সাবাশ মিথু'' ছবিতে মিতালি রাজের চরিত্রে অভিনয় করছেন তাপসী পান্নু। শোনা গিয়েছে, ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিকও তৈরি হয়েছে। তাতে ঝুলনের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যেতে পারে অনুষ্কা শর্মা। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি থেকে ন্যাটওয়েস্ট জয়ের পর লর্ডসের গ্যালারিতেই জামা খুলে ওড়ানো। এমন একটা সময়ে সৌরভ অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যখন ভারতীয় ক্রিকেট রীতিমতো টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সৌরভের হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের উত্তরণ। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়কের বায়োপিকটাও অন্যতম সেরা হয়ে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

টোকিও প্যারালিম্পিকস পদক বিজেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টোকিওতে প্যারালিম্পিকস ১৯ পদক বিজেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলাপচারিতার মাধ্যমে অলিম্পিকসে সফলতা এবং আগামী ভবিষ্যতের জন্য জন্য শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য এবারে টোকিও প্যারা অলিম্পিক সে ভারতীয়রা ১৯ পদক জয় করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি সোনা ৮ রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে।

এবারই প্রথম প্যারালিম্পিকে প্রথম অন্তর্ভুক্তি হয়েছে ব্যাডমিন্টনের। আর এই ইভেন্টে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যেই ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সোনা জিতেছেন ভারতের প্রমোদ ভগত। এদিন কৃষ্ণর হাত ধরে এল ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় সোনা। রবিবার সকালেই ব্যাডমিন্টনে রুপো জিতেছেন আইএএস আধিকারিক সুহাস ইথিরাজ। এছাড়াও ব্যাডমিন্টনেই এসেছে একটি ব্রোঞ্জ পদক। ইতিমধ্যেই টোকিও প্যারালিম্পিকে মোট ১৯টি পদক জিতে গিয়েছে ভারত। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

করোনার জেরে ভারতীয় দলের পঞ্চম টেস্টের প্র্যাকটিস বাতিল

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় শিবিরে করোনা থাবা। বাতিল হল পঞ্চম টেস্টের আগে ভারতের প্র্যাকটিস সেশন। সূত্রের খবর, দলের আরও এক সাপোর্ট স্টাফ করোনা আক্রান্ত হওয়ায় বাতিল হল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টিমের ট্রেনিং। দিন চারেক আগেই দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রীর করোনা সংক্রমণের খবর আসে। কোচের সঙ্গে সঙ্গেই ১৪ দিনের জন্য আইসোলেশনে বাকি সাপোর্ট টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ সহ ফিজিওথেরাপিস্টও। এবার আরও এক সাপোর্ট স্টাফের শরীরেও সংক্রমণের খবর মিলেছে বলে বিসিসিআই সূত্রে খবর।

বুধবার রাতে কোভিড টেস্ট করা হয়, তার রিপোর্টই বৃহস্পতিবার সকালে বেরোয়। সেখানেই আক্রান্তের হদিস মিলেছে একজনের। তড়িঘড়ি তারপরই ট্রেনিং সেশন বাতিল করতে হয়। চতুর্থ টেস্টের সময়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী, বোলিং কোচ ভরত অরুণ, ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর। তিনজনই দলের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টারে আসেননি। দলের ফিজিও নীতিন প্যাটেল ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হিসাবে আইসোলেশনে গিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীকালে আরটিপিসিআর টেস্টে নেগেটিভ এসেছেন নীতিন প্যাটেল। নিয়ম অনুযায়ী, কোভিড টেস্টে পজিটিভ হলে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিকে ১০ দিনের আবশ্যিক কোয়ারেন্টিনে থাকতেই হবে। তারপরে দুবার নেগেটিভ হলে তবেই মিলবে বেরোনোর ছাড়পত্র।

তাই ম্যাঞ্চেস্টারে সিরিজ শেষ হলেও শাস্ত্রী, ভরত অরুণ এবং আর শ্রীধরকে লন্ডনেই থাকতে হবে। এর আগে দলের সাপোর্ট স্টাফ দয়ানন্দ গড়ানি কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পরে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ঋদ্ধিমান সাহা এবং ভরত অরুণ তিনজনকেই আইসোলেশন পর্ব সারতে হয়েছিল। তার কিছুদিন আগেই ঋষভ পন্থ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ইংল্যান্ডে।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ স্কোয়াড ঘোষণা

ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ স্কোয়াডের নাম ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন।

তামিম ইকবাল নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর বিশ্বকাপ দল নিয়ে কৌতূহলের অবকাশ আর খুব বেশি ছিল না। নতুন কোনো চমকও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল না। মোটামুটি অনুমিত দলই সাজালেন নির্বাচকরা। উল্লেখযোগ্য বলা যায়, গত বছর যুব বিশ্বকাপ জয়ী বাংলাদেশ দলের সদস্য তরুণ শামিম হোসেনের জায়গা পাওয়া।

শামিম ছাড়া প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন লিটন কুমার দাস, মহম্মদ নাঈম শেখ, আফিফ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদি হাসান ও নাসুম আহমেদ। বিশ্বকাপ দলে ঠাঁই পাননি মোসাদ্দেক হোসেন, রুবেল হোসেন, তাইজুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম বিপ্লব। তবে রুবেল ও আমিনুল ইসলাম দলের সঙ্গে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন অতিরিক্ত হিসেবে।

বাংলাদেশ দল : মাহমুদউল্লাহ (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, সৌম্য সরকার, লিটন কুমার দাস, আফিফ হোসেন, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, নুরুল হাসান সোহান, শামীম হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদি হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ।

অতিরিক্ত: রুবেল হোসেন ও আমিনুল ইসলাম বিপ্লব। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

মেন্টর ধোনিতে তীব্র আপত্তি সৌরভদের কাছে নালিশ জানিয়ে চিঠি

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ধোনিকে বিশ্বকাপে জাতীয় দলের মেন্টর নিযুক্ত করার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই এই নিয়োগ নিয়ে স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ দায়ের করলেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন কর্তা সঞ্জীব গুপ্তা। তাঁর বক্তব্য ধোনির নিয়োগে লোধা কমিটির প্রস্তাবিত স্বার্থ সংঘাতের নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে। এর আগেও সঞ্জীব গুপ্তা বোর্ডের একাধিক ক্রিকেটার এবং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ দায়ের করেন। এবার বোর্ডের এপেক্স কাউন্সিলের কাছে সঞ্জীব গুপ্তা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, একই ব্যক্তি বোর্ডের দুই জায়গায় থাকতে পারেন না। এই নিয়মেরই লঙ্ঘন ঘটছে ধোনির নিয়োগে। কারণ ধোনি একই সঙ্গে সিএসকে ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়কও বটে।

তিনি জানিয়েছেন, ''প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব জয় শাহ এবং এপেক্স কাউন্সিলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সঞ্জীব গুপ্তা। বোর্ডের সংবিধানের ৩৮ (৪) ধারার উল্লেখ করেছেন উনি। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, একই ব্যক্তি দুটো পোস্ট দখল করতে পারেন না। এই বিষয়ে এপেক্স কাউন্সিল বোর্ডের আইনজীবীর পরামর্শ নিচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, বুধবারই জাতীয় দলের ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড ঘোষণার সময় ধোনিকে মেন্টর হিসাবে দলে অন্তর্ভুক্তির কথা জানান সচিব জয় শাহ।

উত্তরাখণ্ডে সরকারি অফিসে জিন্স, টিশার্ট পরে অফিসে আসাতে নিষেধাজ্ঞা জারি জেলাশাসকের

দেরাদুন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জিন্স, টিশার্ট পরে অফিসে আসা যাবে না। এই ধরণের পোশাক সরকারি অফিসের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। অফিসে পরে আসতে হবে ফরম্যাল শার্ট, প্যান্ট। বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মচারিদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার জেলাশাসক বিনীত কুমার। জেলাশাসকের জারি করা ফতোয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

জেলাশাসক বিনীত কুমার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন তাতে বলা হয়েছে, ''এখন থেকে সরকারি অফিসের সমস্ত কর্মচারিদের ড্রেস কোড মেনে চলতে হবে। জিন্স, টিশার্ট পরে অফিসে আসা যাবে না। ফরম্যাল প্যান্ট, শার্ট পরে আসতে হবে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকের সময়েও এই নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। যে বা যারা এই নির্দেশ অমান্য করবে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে''।

তবেই এই প্রথম নয়, এর আগে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে একই ধরণের নির্দেশিকা জারি করেছিল মহারাষ্ট্র সরকার। উদ্ধব ঠাকরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, ''জিন্স, টিশার্ট পরে অফিসে আসা যাবে না। সপ্তাহে অন্তত একদিন খাদি পোশাক পরার চেষ্টা করতে হবে। এমন পোশাক পরার অভ্যাস করতে হবে যাতে নিজের দেশের সংস্কৃতি বজায় থাকে''। এবার সেই পথেই হাঁটল উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলা প্রশাসন।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পঞ্চম টেস্ট হওয়া নিয়ে দ্বিধায় স্বয়ং বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : করোনার জেরে অনিশ্চিত ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ। এমতাবস্থায় কী ভাবে সম্ভব হবে ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ তাই নিয়ে সন্দিহান স্বয়ং বিসিসিআই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরেই আরও এক ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। বুধবার ভারতীয় দলের জুনিয়র ফিজিও যোগেশ পারমারের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁকে হোটেলেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। দিন চারেক আগেই দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রীর করোনা সংক্রমণের খবর আসে। কোচের সঙ্গে সঙ্গেই ১৪ দিনের জন্য আইসোলেশনে বাকি সাপোর্ট টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ সহ ফিজিওথেরাপিস্টও। জানা গিয়েছে, বাকিদের কারওর ফলাফল এখনও পজিটিভ আসেনি। যোগেশকে তাই বাকিদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এমনিতেই ভারতের প্রধান ফিজিয়ো নীতিন পটেল করোনায় আক্রান্ত। এ বার যোগেশও আক্রান্ত হওয়ায় সম্ভবত ইংল্যান্ডের কোনও ফিজিয়োর সাহায্য নিতে হবে ভারতকে।

বুধবার অনুশীলন থেকে ফেরার পরেই যোগেশের শরীরে কোভিডের উপসর্গ দেখা দেয়। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তিনি পরীক্ষা করান। তার আগে তিনি একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের সংস্পর্শে এসেছেন। রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র জাডেজার হালকা হাঁটুর চোট রয়েছে। চেতেশ্বর পুজারার গোড়ালিতে সমস্যা রয়েছে। ইশান্ত শর্মা চতুর্থ টেস্টে খেলেননি। তাঁরও দেখাশোনা করেছেন পারমার। ফলে বাকি ক্রিকেটারদের কারওর পজিটিভ আসে কি না, সেটাই আপাতত চিন্তা। করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় ম্যাঞ্চেস্টারে আসেননি ভারতের কোচ রবি শাস্ত্রী। বোলিং কোচ ভরত অরুণ এবং ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরও লন্ডনে নিভৃতবাসে রয়েছেন।

ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন প্রবাসী বাঙালী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাক্স কাসিনোস্কির বিরুদ্ধে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নেমে প্রথম সেট হেরেও দারুণ প্রত্যাবর্তন সমীরের। তিন সেটের লড়াইয়ে এদিনের ম্যাচের ফল নির্ধারণ হয়। এদিন প্রথম সেট হেরে গেলেও পরের দুটি সেটে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তা পাকা করেন প্রবাসী বাঙালি এই টেনিস তারকা।

উইম্বলডনে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই সমীরকে অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে 'বাই' পাওয়ার পর রেবার্গের বিরুদ্ধে সহজে জিতে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন সমীর। বুধবার ম্যাক্স কাসিনোস্কিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালেও পৌঁছে গেলেন প্রবাসী বাঙালি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু সিঙ্গলস নয় ডাবলসেও খেলছেন সমীর। সতীর্থ ওজান কোলাকের সঙ্গে জুটি বেধে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই এই জুটি। তবে এ দিন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর আগে সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ম্যাচের প্রথম দিকটায় কোর্টে কঠিন লড়াই হয় ম্যাক্স কাসিনোস্কির। এ দিনের ম্যাচের প্রথম সেটে ৫-৭ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন সমীর। সেখান থেকে ম্যাচে ফিরে আসেন তিনি। এরপর প্রতিপক্ষকে বিশেষ সুযোগ দেননি সমীর। বাকি দুটি সেটেই জেতেন খুবই সহজে। খেলার ফল হয় ৬-২, ৬-২।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

Notice Inviting E-Tender

NIeT No DGM/ED-KCP/21-22/03 dated :-07.09.2021

Name of work: - Construction of 11 KVILT line, Distribution Sub-Station for providing domestic Service connection at Bhandarima and Pushparampara under Dasda R.D. Block.(Phase — I :- Extension of 11kv line I LT line and Distribution Transformer, Phase — II :- Providing service connection, Phase-III :- Civil Work).

Deadline for online Bidding : 28/09/2021 up to 5.00 PM DATE OF OPENING : 29/09/2021 at 3.00 PM For details visit/ search: **http://tsecl.in & http://tripuratenders.gov.in** email: jeorgejamatia1967@gmail.com

Deputy General Manager,
Electrical Division- Kanchanpur,
Kanchanpur,Tripura (N)

ICA-C-2057/2021-22

2" CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Ambassa vide No.F.5- 12(4)/ SDFO/ OR/ Offence Report/ ABS-2015/ 6094-95 dated 22/ 06/ 2021, that while patrolling duty by Sri Apurba Sarkar FR, RO, Durgachowmani alongwith his staffs has seized a vehicle bearing Registration No. TR-04B-1732 (Mahindra JETO) from near Halahali Panchyat Office area .on 26/05/ 2021 at about 6:30 AM vide his OR No.05/DCR-2921-22 dated, 26/05/2021 for illegally carried Rangi & Gamair sawn timber over 0.298 mini without permission of authority & GP/TP.

AND WHEREAS, Sri Apurba Sarkar FR checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 0.298 cum Rangi & Gamair sawn timber. Then said vehicle bearing registration no. TR-04B-1732 (Mahindra JETO) was seized by Sri Apurba Sarkar FR under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FTU Camp Complex, Ambassa.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR-04B-1732 (Mahindra JETO) for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 ,and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-11/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-04B-1732 (Mahindra JETO) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 25 (twenty five) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my Seal and signature of this day on 08/09/2021.

[Amit Debbarma, IFS]
[Authorized Officer)
District Forest Officer,
Dhalai, District Ambassa.

ICA-D-829/2021-22

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রিটোরিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য এবার দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার ১৫ জনের টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড। এই দলে জায়গা হল না ফ্যাফ ডু''প্লেসির। একা ডু''প্লেসিই নন, টি-২০ বিশ্বকাপে জায়গা পাননি ক্রিস মরিস। নাম নেই ইমরান তাহিরেরও। এমনকি স্ট্যান্ড-বাই হিসেবেও নাম নেই তিন সিনিয়র তারকার। বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেবেন তেম্বা বাভুমা।

ডু''প্লেসি ফর্মে নেই, এমনটা বলা যাবে না। বরং, ক''দিন আগেই তিনি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে ব্যাট হাতে ধ্বংসাত্মক শতরান করেছেন। তার আগে আইপিএলেও নির্ভরতা দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ক''দিন আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ম্যাচে শতরান করা জানেমন মালানের জায়গা হয়নি টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। ১৫ জনের মূল স্কোয়াডে জায়গা হয়নি নির্ভরযোগ্য জর্জ লিন্ডে ও ফেলুকাওয়োকে। তাঁদের রাখা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াড: তেম্বা বাভুমা (ক্যাপ্টেন), কুইন্টন ডি''কক (উইকেটকিপার), বর্ন ফরচুইন, রীজা হেনড্রিক্স, হেনরিচ ক্লাসেন (উইকেটকিপার), কেশব মহারাজ, এডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, উইয়ান মাল্ডার, লুঙ্গি এনগিদি, এনরিখ নরকিয়া, ডোয়েন প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, তাবরাইজ শামসি, রাসি ভ্যান ডার দাসেন।

স্ট্যান্ড-বাই: জর্জ লিন্ডে, আন্ডিল ফেলুকাওয়ো, লিজাড উইলিয়ামস।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আফগান ক্রিকেটে ফের অনিশ্চয়তার ছায়া। তালিবান মহিলাদের খেলাধুলোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত নিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে অজি ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

দিন কয়েক আগেই আফগান বোর্ড দাবি করেছিল, তালিবান ক্রিকেটের বিরোধী নয়। তারা খেলায় উৎসাহী। তাই সূচি মেনেই আফগান ক্রিকেট দল খেলাধুলো চালিয়ে যাবে। এমনকী আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্ট খেলার কথাও ঘোষণা করে আফগান ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের সেই ঘোষণার পর আফগানিস্তানের ক্রিকেটার এবং সমর্থকরা নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই স্বপ্ন ফের ধুলিস্যাত হয়ে গেল। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়ে দিল, তারা এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবে না।

আসলে, বুধবারই মহিলাদের সব ধরনের খেলায় অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। তালিবানের কালচারাল কমিশনের ডেপুটি হেড আহমাদুল্লাহ ওয়াসিক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্রিকেট-সহ যেকোনও খেলার ক্ষেত্রেই মহিলাদের শরীর উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর তাই কোনও খেলার সঙ্গেই আফগান মহিলাদের যুক্ত থাকার দরকার নেই। তালিবান সরকারের এই ফতোয়ার পরই আফগানদের বিরুদ্ধে খেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

ভারতকে ম্যাচ না খেলার অনুরোধ, টেস্ট খেলবেনই, পাল্টা জানালেন কোহলীরা

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও বিরাট কোহলীর নেতৃত্বাধীন দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, টেস্ট ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। খেলতে তাঁরা প্রস্তুত। এই নিয়ে দু'দেশের বোর্ডের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। এরই মাঝে যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে ইংল্যান্ডের (ইসিবি) তরফে জানানো হয়, তারা চাইলে পঞ্চম টেস্টে না-ও খেলতে পারে। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে এসে সৌরভ জানান, শুক্রবার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট শুরু করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত নন। তারপরেই টেস্ট বাতিলের খবর রটে যায়। ইসিবি সরাসরি বিসিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেয়, শুধু পঞ্চম টেস্ট নয়, গোটা সিরিজ ছেড়ে দিতে। অর্থাৎ ভারতের ২-১ এগিয়ে থাকার ঘটনাও রেকর্ডবুকে থাকবে না। কিন্তু দল পরিচালন সমিতি, বিশেষত অধিনায়ক কোহলি এবং রোহিত শর্মা পরিষ্কার করে বিসিসিআই-কে জানিয়ে দেয়, তাঁরা কোনও ভাবেই এই প্রস্তাব মানবেন না। ম্যাচ না খেলার প্রশ্নই নেই। তাঁরা খেলতে প্রস্তুত। জৈব সুরক্ষা বলয়ে দর্শকদের ছাড়া খেলতে হলেও তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। ভারতীয় বোর্ড এই বার্তা ইংল্যান্ড বোর্ডের কাছে পৌঁছে দেয়। কোহলী, রোহিতরা বলেন, কোভিডের কারণে এই ম্যাচ যদি বাতিল করতেও হয়, তাহলে ২-১ এগিয়ে থাকার জন্য তাঁদের এই সিরিজে জয়ী ঘোষণা করা হোক। না হলে যে কোনও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা খেলতে চান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 54/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firm,'/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 28-09-2021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 128/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 54,10,490.00	Rs. 54,105.00	120 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 28-09.2021 up to 15.00 Hrs Date and Time for Opening of BID : 28-09-2021 at 16.00 Hrs Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in Bid Fee . r2,500.00 each (non refundable). All details are available in the https://tripuratendersmov.in Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
DWS Division Dharanagar,
North Tripura.

ICA-C-2064/2021-22

বৃহস্পতিবার এবিভিপির কর্মকর্তারা পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন তাদের উপর হামলার ঘটনায়। ছবি নিজস্ব।

বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে মানুষের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই কাজে বন দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে ত্রিপুরা কম্পেনসেটরি অ্যাফরেস্টেশন ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড প্ল্যানিং অথোরিটির (ক্যাম্পা) গভর্ণিং বডির সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় তিনি বলেন, জনগণের দ্রত রোজগারের সুযোগ স'ষ্টিতে এমনভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে বনের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি বনকে নির্ভর করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন দুর্গাপূজার আগে আরও প্রায় ১১০০ থেকে ১২০০জন 'বন মিত্র' নিয়োগ করার জন্য বন দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন। 'বন মিত্র'দের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুক্ত করে তাদের রোজগার বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনায়নের পাশাপাশি বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ স'ষ্টি করতে হবে। বনজ সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে স্ব-সহায়ক দলগুলিকেও যুক্ত করা যায় কিনা সেই বিষয়ে দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বন দপ্তরের জাইকা, ক্যাম্পা ইত্যাদি কর্মসূচিতে যে সমস্ত জলাশয় খনন করা হয়েছে সেইসব জলাশয়গুলিতে আরও বেশি পরিমানে মাছ চাষ এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে পেশাদারী বা মৎস্য বিশেষ'দের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা আবশ্যক। বন দপ্তরকে মৎস্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতেও এদিনের সভায় আলোচনা হয়।

সভায় মাশকলাই ডাল চাষের গুরুত্ব উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাশকলাই ডাল চাষ করে চাষিরা খব অল্প সময়েই লাভবান হতে পারেন। বনাধিকার আইনে পা-া প্রাপক এবং জম চাষিদের তাদের অব্যবহৃত জমিতে মাশকলাই চাষে উৎসাহিত করতে বন ,ক'ষি এবং রাজস্ব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা থেকে সাবম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশে পাম ট্রি লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি রাজ্যে পাম ওয়েলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপূজার আগেই রাজ্যে নির্মীয়মান অ'িজেন পার্কটি যাতে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে উন্মক্ত করা যায় তার জন্য বন দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় ত্রিপুরা কম্পেনসেটরি অ্যাফরেস্টেশন ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড প্ল্যানিং অথোরিটির (ক্যাম্পা)-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ভি জি জেনার ক্যাম্পার মাধ্যমে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দক'ত অর্থে স'ষ্ট বনায়ন সহ বনজ সম্পদ তৈরী এবং বার্ষিক পরিকল্পনা কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ক্যাম্পার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটি এবং এ'িকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান যথাক্রমে হচ্ছেন মুখ্যসচিব এবং প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ক্যাম্পার প্রদত্ত অর্থে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮২.৮০ হেক্টর জমিতে বনায়ন এবং ৯৩ টি স্কুলে নার্সারি করা হয়েছে।

৪২ কিলোমিটার চেইন লিংক ফেন্সিং করা হয়। এছাড়া ২০টি চেক ড্যাম, ৩টি রে' অফিস, ২টি ইন্সপেকশন হাট, ৩টি চেক পোষ্ট ইত্যাদি পরিকাঠামো নির্মান করা হয়েছে।ত্রিপুরার কম্পেনসেটরি অ্যাফরেস্টেশন ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড প্ল্যানিং অথোরিটির (ক্যাম্পা)-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আরও জানান,ক্যাম্পার প্রদত্ত অর্থে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজ্যের ৬টি মহকুমায় ৩০০ হেক্টর জমিতে সেগুন গাছ প্ল্যান্টেশনের পাশাপাশি মনু, করবুক এবং কা'নপুরে ১০০ হেক্টর জমিতে সিডবল প্ল্যান্টেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪২,৭৬৯টি আগর গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।এছাড়াও অ'িজেন পার্ক নির্মানের কাজ চলছে।

সভায় বনমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা, সচিব পি কে গোয়েল, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিবগণ সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

চলতি আর্থিক বছরে জিডিপির উন্নতি হবে সাড়ে নয় শতাংশ, আশাবাদী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কোভিড অতিমহামারীর ধাক্কা সামলে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়াবে। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তাঁর আশা, ২০২১-২২ সালের আর্থিক বছরে মোট জাতীয় উতপাদন ৯.৫ শতাংশ হারে বিকশিত হবে। এক অনুষ্ঠানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বলেন, আগস্ট মাস থেকেই অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব কমতে শুরু করে। সেজন্য চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকেই অর্থনীতির ফের ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শক্তিকান্ত দাস বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন লিকুইডিটি যথেষ্ট বেশি। তার ওপরে ভর করেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের বাজার। পরে তিনি জানান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নন পারফর্মিং অ্যাসেট এখন মাত্র সাত শতাংশ। এত কম পরিমাণ নন পারফর্মিং অ্যাসেটের জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি হবে না।
গত জুলাই মাসে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলে, ২০২১ সালে দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে ৮.৩ শতাংশ হারে। তবে ২০২২ সালে বিকাশের সম্ভাবনা আর একটু কম দেখানো হয়। জুলাইয়ের শেষে বিশ্ব ব্যাঙ্ক গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, আগামী বছরে ভারতের অর্থনীতি ৭.৫ শতাংশ হারে বিকশিত হতে পারে। ২০২৩ সালে বিকশিত হতে পারে ৬.৫ শতাংশ হারে।
২০১৯ সালে ভারতের অর্থনীতি বিকশিত হয়েছিল চার শতাংশ হারে। ২০২০ সালে আশঙ্কা করা হয়েছিল, কোভিডের ধাক্কায় অর্থনীতির সংকোচন হবে ৭.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতি বিকশিত হবে ৫.৬ শতাংশ হারে।

গণেশ দেবতার আরাধনা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। গণেশ দেবতার আরাধনা ভারতীয় সংস্ক'তির অঙ্গ। ত্রিপুরাতেও এর ব্যপ্তি হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আগরতলায় দুটো গণেশ পূজো মণ্ডপের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ বনমালীপুরস্থিত সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ আরাধনা ও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সংলগ গণপতি সামাজিক সংস্থা আয়োজিত পূজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর মঙ্গল আরতিতে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন গণপতি সামাজিক সংস্থা আয়োজিত গণেশ পূজা উপলক্ষ্যে সাফাইকর্মী, শ্মশানকর্মী ও ত'তীয় লিঙ্গদের মধ্যে ব' বিতরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে তৈরী হয়েছে স্বনির্ভরতার মানসিকতা। এরফলে সাধারণ মানুষের উপরে চাঁদা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে বাইরে এসে বর্তমানে নিজেদের উদ্যোগে পুজো আয়োজনের মানিসকতা তৈরী হয়েছে। এর পাশাপাশি নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করছেন। রাজ্যে বড় মাত্রায় বেড়েছে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা। এর মাধ্যমে তৈরী হচ্ছে রোজগারের সুযোগ। এই দিকটিকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগামীদিনে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার স্বপ বাস্তবায়নে সবার প্রতি আহ্বান জানান।
বনমালীপুরস্থিত সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ আরাধনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নত সড়ক, আলো, নিকাষী ব্যবস্থা, ছোট ছোট রাস্তাগুলির উন্নতিকরণ সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুর'ত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। এরফলে শহরের জল জমাট বাধার ক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি এসেছে। এক্ষেত্রে কিভাবে আরও সফলতা পাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে। তার পাশাপাশি মার্ট সিটির প্রকল্পের অন্তর্গত উন্নত নগরায়ণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সমগ্র ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, গতকাল তিনি বৈষ্ণ দেবীর দর্শন করেন ও রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি, মঙ্গল কামনা এবং স্বনির্ভর ত্রিপুরার প্রার্থনা করেন। এদিনের দু'টি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় প্রমুখ। এদিন গণপতি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত গণেশ পূজা অনুষ্ঠানে সমাজসেবক সুমন দেব মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২০ হাজার টাকা দান করেন।

ঊনকোটি জেলা টাস্কফোর্সের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ জেলাশাসক উত্তর কুমার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা টাস্কফোর্সের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহাকরি সভাধিপতি শ্যামল দাস, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে বি দারলং, জেলার সারভাইলেন্স অফিসার ডা. শঙ্খশুভ্র দেবনাথ, জেলা হাসপাতালের এম এস ডা. সমরেন্দ্র দেববর্মা, কৈলাসহরের এস ডি এম শান্তির'ন চাকমা, কুমারঘাটের এস ডি এম সুবত ভ-াচার্য, জেলার চারটি ব্লকের প্রতিনিধি সহ জেলার এম ও আই সি-গণ ও সি ডি পি ও বিদ্যাসাগর দেববর্মা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের আধিকারিক ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলায় ১০০ শতাংশ কোভিড টিকা প্রদান সফল করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় জেলায় এখন পর্যন্ত ১,৬৯,৮০৪ জনকে কোভিডের প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.৩৫ শতাংশ। জেলার ৪১টি প'ায়েত ও ভিলেজে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ প্রদানে ১০০ শতাংশ সাফল্য এসেছে। জেলায় দ্বিতীয় ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন প্রদানে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আগামী ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোভিড ভ্যাকসিন প্রদানে তিনদিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালানো হবে।
জেলার হাসপাতালগুলি ছাড়াও ৭০টি সাবসেন্টার এবং ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে মহকুমার কোভিড ওয়ার রুম থেকেও বেনিফিসারীদের কাছে ভ্যাকসিন গ্রহণের অনুরোধ করে ফোন করা হবে। এখন পর্যন্ত জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযানে ৮৮.৯৯ শতাংশ সাফল্য এসেছে।

বনজ সম্পদ রক্ষা ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ দমনে রে অফিসারদের মোটর বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। বনজ সম্পদ রক্ষা ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ দমনে রাজ্যে বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারদের মোটর বাইক দেওয়া হবে। বন দপ্তরের কাজ আরও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের অফিসকক্ষে বন দপ্তরের তিনজন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের হাতে মোটর বাইকের চাবি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পদ্মবিল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ভবানী দেববর্মা, মুঙ্গিয়াকামী রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নীলরতন বিশ্বাস ও মান্দাই রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার তাপস দেববর্মার হাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মোটর বাইকের চাবি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা প্রমুখ। উল্লেখ্য, বন দপ্তরের উদ্যোগে সাসটেনেবল স্কেচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, সিপাহীজলা, ঊনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা, খোয়াই।

কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৪৪ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এক আদেশে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এই আদেশ আগামী ৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে। এই আদেশে কা'নপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে উল্লেখিত সময়ে জনসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজ্য পুলিশ যারা আইন শৃঙ্খলার কাজে নিযুক্ত তারা এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। তাছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ও কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক কর্ত'ক অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী পরিষেবায় নিযুক্ত সরকারি কর্মী।

সংশোধনী

বৃহস্পতিবার জাগরণ এর আটের পাতায় উপরে ছবির ক্যাপশন 'মঙ্গলবার রাজ্যে এলেন তৃণমুল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গে পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য।' এর পরিবর্তে পড়তে হবে ' বিশালগড়ে সিপিএম কার্য্যালয়টিতে বুধবার দুস্কৃতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়।' অনিচ্ছকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সাড়াসীমা হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ঋষ্যমুখ ব্লকের মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন সাড়াসীমা হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারের আজ উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। সেন্টারের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রীভৌমিক বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার। জনগণ যেন এর সুবিধা যথাযথভাবে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, সমাজসেবী অশোক বৈদ্য, ঋষ্যমুখ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বকুল দেবী দেবনাথ, বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ চন্দ্র নম: ও বিলোনীয়ার মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. বিমল কলই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাড়াসীমার প'ায়েত প্রধান লক্ষী দাস দেবনাথ। অনুষ্ঠানে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ চন্দ্র নম: জানান, এই হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. প্রিয়াঙ্কা সাহা।

শিশুদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রত্যেককে নৈতিক দায়িত্ব নিতে হবে ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। শিশুরা হল রাষ্ট্রের সম্পদ ও ভবিষ্যৎ। শিশুদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রত্যেককে নৈতিক দায়িত্ব নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আজ ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনে শিশুদের জন্য 'ওপেন শেল্টার ফর চিলড্রেন' আবাসনের উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে এই আবাসনে পিত'-মাত' হারা শিশু, শিশু শ্রমিক, পথ শিশু, অবহেলিত শিশুরা থাকতে পারবে। তাদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে খাবার, চিকিৎসা ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা। প্রদীপ জেলে ও ফলক উন্মোচন করে এই ওপেন শেল্টারের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আমাদের দেশে শিশুদের উন্নয়নে বহু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। তিনি বলেন, ওপেন শেল্টার ফর

চিলড্রেন এটা আমাদের রাজ্যের জন্য একটা নতুন ধারনা। মা-বাবারা যে শিশুদের নিজেদের কাছে রাখতে পারছেন না, অনেক সময় শিশুরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসে, কেবল খাওয়া পড়া নয়, তাদের শিক্ষা দেওয়া, মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের অলিম্পিকে স্বাভাবিক খেলোয়াড়দের চাইতে প্যারা অলিম্পিকে দিব্যাঙ্গজন খেলোয়াড়রা বেশি পদক পেয়েছে। তাই আজ এই শেল্টারে যারা আছে তারা ভবিষ্যতে কেউ নিরজ চোপড়া, মিরাবাঈ চানু হতে পারবে না তা আমরা বলতে পারি না। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যেও আগামী এক বছরের মধ্যে ইয়ারলি ইন্টারভেশান সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব শিশুরা কানে শোনেনা তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যের জিবিপি ও আইজিএম সহ দেশের ২৪২টি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের চলন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, আহার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে কোন শিশু যাতে বাদ না যায় সেদিকে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। রাজ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে প্রথমবারের মত সিপাহীজলা জেলায় শিশুদের জন্য 'দিয়াবাতি ওয়ান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সরকার
Department of Education (School)
JOINT SELECTION TEST
For admission to state-sponsored JEE/NEET coaching for meritorious students of Tripura
SUPER 30
Two year JEE/NEET coaching with accommodation in any nationally reputed institution for 30 students. Fee support of **Rs.1,00,000/-** for coaching and **Rs.1.40,000/-** for accommodation per annum. Open only to students who qualified Madhyamik 2021 in TBSE Board.
For detailed notification and application form, visit
https://schooleducation.tripura.gov.in
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Qualifying Criteria
1. Passed TBSE Madhyamik Examination 2021
2. Scored 60% or above in Madhyamik 2021 **[Relaxed]**
3. Planning to pursue Science in XI & XII
4. Family Income below Rs.8 lakhs per annum
Last Date 15/09/2021 [Extended]
Exam on 21/09/21
Sd/-
Director, Education (School)
Existing reservation norms apply
ICA-D-837/21

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।